পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

ডঃ অমিত মিত্রর

বাজেট বিবৃতি

২০১৫–২০১৬

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্তিশালী নেতৃত্বের উপর বাংলার মা-মাটি-মানুষ বারবার আস্থা রেখেছেন। এই আট মাস আগেই লোকসভার নির্বাচনে জনগণের বিপুল আস্থা আরও একবার অর্জিত হয়েছে। একশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যমে লাগাতার অপপ্রচার ও কুৎসাকে নস্যাৎ করে লোকসভার ৩৪টি আসনে সাধারণ মানুষ আমাদের জয়জুক্ত করেছেন। এই মাসেই আরো একবার বাংলার মানুষ দুটি উপনির্বাচনে আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় এর থেকে বড় আস্থার প্রমাণ আর কি হতে পারে! করি প্রণাম বাংলার মা-মাটি-মানুষকে।

পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে এসে আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের মাননীয় বিধায়ক বন্ধুদের জানাই নমস্কার, নমস্তে, আসসালাম আলাইকুম।

২

(ক) বৃহৎ আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু অসাধারণ কৃতিত্ব ঃ

বাংলার অর্থনীতি এক নতুন উচ্চতার দিকে এগিয়ে চলেছে। ২০১৪-১৫ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার মূল্যায়নের একটি নতুন পদ্ধতি চালু করেছেন। এই পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থনীতি বিদ্‌দের মধ্যে বিরাট মতভেদ রয়েছে। তার মূল কারণ হল নতুন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৃদ্ধির হার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গেছে। এসব সত্ত্বেও ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে নতুন মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলার Gross Value Added (GVA) ১০.৪৮% বেড়েছে, যেখানে নতুন অঙ্কে ভারতের বৃদ্ধি হয়েছে ৭.৫%। বাংলা এগিয়ে আছে ও এগিয়ে থাকবে।

আপনারা অবগত আছেন যে মূলধনী ব্যয়ের মাধ্যমে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়, তার উপর দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক উন্নয়ন নির্ভর করে। রাস্তা, সেতু, পানীয় জল, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, আবাসন ইত্যাদি বেশিরভাগটাই নির্ভর করে সরকারের মূলধনী ব্যয়ের উপর। আমরা যখন সরকারে আসি, আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম যে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মূলধনী ব্যয়ের বৃদ্ধি ছিল নেগেটিভ (-) ২৬.০৮%! ২০১১-১২ সালে এই নেগেটিভটিকে পজেটিভে পরিবর্তিত করে, মূলধনী ব্যয়ের বৃদ্ধি হয় (+) ২৪.১৭%, ২০১২-১৩ তে পজিটিভ (+) ৬৪.৫৩%, ২০১৩-১৪ তে ৫২.৩৩%। প্রকৃত জনগণের সরকারের অসাধারণ কৃতিত্ব এটাই।

পরিকল্পনা খাতে ব্যয়বৃদ্ধিতেও একই রকম রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। আমরা যখন সরকারে আসি, পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ছিল অতি সামান্য, (২০১০-১১ সালে মাত্র ১৪,১৬৫.১৬ কোটি)। যা তিন বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে (২৮,১৫৯.৩৭ কোটি টাকা)।

(খ) ''ঋণের ফাঁদের'' ভয়াবহ পরিস্থিতি ঃ

ভয়ংকর ''ঋণের ফাঁদ'' ও বিপুল ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে। আপনারা এটা জেনে আশ্চর্য হবেন যে ২০১৩-২০১৪ সালে সুদ প্রদান ও ঋণশোধের জন্য আমাদের ট্রেজারি থেকে কেটে নেওয়া হয়েছিল ২৮,০০০ কোটি টাকা। ২০১১ থেকে ২০১৫-এর জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলার ট্রেজারি থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি (১,০২,০৯৭.১৬ কোটি টাকা)।

বিগত সরকারের দেনার বোঝা আমরা বহন করছি যা একটি ঋণের Vicious Cycle-এ ফেলে দিয়েছে। বার বার বলা সত্ত্বেও এই বোঝা লাঘবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন সুব্যবস্থাই নেননি। আমরা কোন দয়া চাইনি—এ আমাদের অধিকার। কবিগুরুর ভাষায় বলি ঃ

''আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা-
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।''

আমি আরো উল্লেখ করতে চাই যে সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের জন্য ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পও ছেঁটে দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এরকম নেতিবাচক আচরণে বাংলার গরীব মানুষদের সাংঘাতিক ক্ষতি হতে চলেছে।

হ্যাঁ, 14th Finance Commission যদিও devolution ৪২% -এ নিয়ে গেছে-সাধু! কিন্তু ঋণের ফাঁদ থেকে বেরোনোর রাজ্যের যে দাবি, তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে।

(৩) এই সরকারের কয়েকটি অভূতপূর্ব সাফল্য ঃ

মে, ২০১১ থেকে আজ অবধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা অভূতপূর্ব সুফল অর্জন করেছে। তারই কয়েকটি উদাহরণ আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। দপ্তর অনুযায়ী সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ আপনারা চতুর্থ বিভাগে পাবেন।

৩.১ খাদ্য ও কৃষিবিপণন

খাদ্য শস্যের মজুত ক্ষমতা ২০১১-১২ সালে ছিল ৪০,০০০ মেট্রিক টন, যা মাত্র তিন বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৮০ লক্ষ মেট্রিক টনে যা **৯ গুণেরও** বেশি। এবছরও আমরা ৩.২ কোটি মানুষকে ২ টাকা কিলোগ্রাম দরে চাল ও ৫ টাকা কিলোগ্রাম দরে ৭৫০ গ্রাম গম সরবরাহ করছি।

৯৫টি কৃষক বাজারের মধ্যে প্রথম দফায় ৮৪টি কৃষক বাজার ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। এরফলে প্রচুর নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ বিভাগে পাবেন।

৩.২ রেশন কার্ডের ডিজিটাইজেশন

বিপুল ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে গণবিতরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো হয়েছে। ৯১ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। রেশন কার্ডের ডিজিটাইজেশনের সংখ্যা ৭.৮০ কোটি ছুঁয়েছে -- এই সাফল্যও নজির বিহীন।

৩.৩ ১০০ দিনের কাজ

১০০ দিনের কাজের খরচের ক্ষেত্রে আজ পশ্চিমবঙ্গ ১নং স্থানে। গড় জনপ্রতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বাংলা একটি রেকর্ড করেছে। দুঃখের সঙ্গে বলছি ভারত সরকারের কাছ থেকে সঠিক সময়ে যথাযথ অর্থ না আসায় এই কর্মসূচীকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৩.৪ নির্মল বাংলা অভিযান

গত তিন বছরে ২৪ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে শৌচালয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও। এই একই সময় ২৫ লক্ষেরও বেশি শৌচালয়ের সুবিধা ব্যক্তিগত বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও অঙ্গওয়াড়িতে প্রদান করা হয়েছে। (বাড়ি - ২৪,৩৫, ১০৫; বিদ্যালয় - ৮৩,৫৮৩; অঙ্গনওয়াড়ি - ৩০,০০০)।

৩.৫ দরিদ্র মানুষের জন্য বাসস্থান

দুর্বল শ্রেণীর জন্য (EWS) বাসস্থান আমরা প্রায় **৩ গুণ** বাড়াতে পেরেছি। 'গীতাঞ্জলি' ও 'আমার ঠিকানা' আবাসন প্রকল্পে প্রাপকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩,৮৫২-তে পৌঁছেছে। খরচের ক্ষেত্রেও **৭.৫ গুণ** বৃদ্ধি (৭৫০%) হয়েছে।

৩.৬ নিজ গৃহ, নিজ ভূমি

দরিদ্র গৃহহীন মানুষদের স্থায়ী আবাসনের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্প-এর কাজে অসাধারণ সাফল্য এসেছে। খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে গৃহহীন মানুষদের ২ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি গৃহের পাট্টা দান করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রচুর স্বনিযুক্তির সুযোগ হয়েছে।

৩.৭ জল ধর জল ভরো

আমাদের সরকার জল সংরক্ষণ ও কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য কূপ খনন ও জল সরবরাহে এক অভাবনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। যেখানে ২০১১ সালে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ বছরের মধ্যে ৫০ হাজার, সেখানে ৩ বছরের মধ্যে সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে হয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার। এই প্রকল্পের অধীনেও বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান হয়েছে।

৩.৮ পানীয় জল

২০১০-১১ সালে পানীয় জলের জন্য সরকারের খরচ ছিল মাত্র ৪৭০ কোটি। পানীয় জল বাবদ ব্যয় ২৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১৩-১৪ সালে ১,৬৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

আমরা ৬১৫টি গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প (PWSS) চালু করেছি যা ২০০৭-২০১১-এর তুলনায় **দ্বিগুণ**। এটা নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ সাফল্য।

৩.৯ স্বাস্থ্য

২০১১ সালের আগে রাজ্যে মাত্র ৬টি 'সিক্ নিউ-বর্ন কেয়ার ইউনিট' (SNCU) এবং ৯৫টি 'সিক্ নিউ-বর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট' (SNSU) চালু ছিল। বিগত তিন বছরে আমরা ৬টির জায়গায় ৪৩টি SNCU এবং ৯৫টির জায়গায় ২৮৫টি SNSU স্থাপিত করেছি। শিশুদের জন্য এ এক অসাধারণ সাফল্য।

মেডিক্যালের (ডেন্টাল সহ) আসন সংখ্যা গত তিন বছরে **দ্বিগুণ** বেড়ে হয়েছে ২,৯০০।

পি.পি.পি. মডেলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান অন্য কোন রাজ্যে আজও নেই। পশ্চিমবঙ্গে আমরা ৯৫টি দোকান চালু করেছি। শুনে খুশী হবেন যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ রোগী ওষুধের দামে ৩৬৪ কোটি টাকা ছাড় পেয়েছেন -- যা একটি অনন্য নজির।

শয্যাসংখ্যাও গত তিন বছরে বেড়ে হয়েছে ৭৪,৫০৭। ৮টি নতুন স্বাস্থ্যজেলা তৈরি করা হয়েছে।

এইসব নতুন উদ্যোগের ফলে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান হয়েছে।

এই অনন্য সাফল্য ছাড়াও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অনেক সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ বিভাগে দেওয়া আছে।

৩.১০ বিদ্যালয় শিক্ষা

জুন, ২০১১ থেকে ৪১৮টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৪৩৮টি নতুন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১,৬১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং ৩১৯টি জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ৩,০০৮টি নতুন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮৫,৭৫৮টি অতিরিক্ত ক্লাশরুম নির্মাণ করা হয়েছে। একটি অতুলনীয় সাফল্য।

৮৩,৫৮৩টি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে (৫০,৪০০ নির্মল বাংলা অভিযান ও ৩৩, ১৮৩ স্কুলশিক্ষা) যার ফলে এখন ৯৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে শৌচালয় তৈরি হয়েছে।

পরিকল্পনা খাতে খরচ গত তিন বছরে তুলনামূলকভাবে **দ্বিগুণ** হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এত অল্প সময়ে এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি আগে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।

এই উন্নয়নের ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৩.১১ কলেজ

স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গে ৩২টি কলেজ ও ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান সরকার মাত্র তিন বছরের মধ্যে ৪০টি নতুন সরকারী ও সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ স্থাপন করার ব্যবস্থা নিয়েছে যার মধ্যে ১৮টি কলেজ চালু হয়েছে এবং বাকিগুলি ২০১৫-এর মধ্যে চালু হয়ে যাবে। এই পদক্ষেপও নজিরবিহীন।

৩.১২ বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১২ পর্যন্ত রাজ্যে শুধুমাত্র ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তিন বছরে সেই সংখ্যা **দ্বিগুণ** হয়ে আরও ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে, যার মধ্যে ৬টি রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ও ৭টি বেসরকারী। এই সব বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য রাজ্যের Gross Enrolment Ratio ১৭.৬-তে উঠে এসেছে।

এখানেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে।

৩.১৩ বৃত্তিমূলক দক্ষতা

আপনারা অবগত আছেন যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বদ্ধপরিকর যে এ রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একটি করে ITI এবং প্রতিটি মহকুমায় একটি করে পলিটেকনিক তৈরি করা হবে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে যখন স্বাধীনতার পরে ২০১১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮০টি ITI তৈরি হয়েছে, আমরা মাত্র তিন বছরে ৪৩টি নতুন ITI চালু করেছি এবং আরও ৯২টি ITI এবছরই তৈরি হবে। এটি একটি রেকর্ড।

একই সময় যখন মাত্র ৬২টি পলিটেকনিক তৈরি হয়েছে, মাত্র তিন বছরে আমরা ৩৪টি পলিটেকনিক চালু করতে সক্ষম হয়েছি। আরও ৩২টি পলিটেকনিক নির্মাণের পথে। এটি একটি দৃষ্টান্ত।

এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় দক্ষতার প্রতিযোগীতায় ২০১৩ সালের সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ২০১৪-তেও বাংলা এইস্থান ধরে রেখেছে।

এখানেও বিপুল কর্মসংস্থান হয়েছে।

৩.১৪ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন

২০১১ থেকে বিভিন্ন সংখ্যালঘু স্কুলের ৭৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ১,৩৯২ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে - যা তুলনামূলক সময়ের (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১) **৮ গুণেরও** বেশী।

১৬টি জেলার সংখ্যালঘু এলাকায় ১৫১টি ব্লকে ১,১২৬ কোটি টাকার সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যেখানে ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত ৬১টি কবর স্থানের পাঁচিল ঘেরার কাজ হয়েছিল, সেখানে ২০১১ থেকে আজ অবধি ১,৮৭০টি কবর স্থানে পাঁচিল দেওয়া হয়েছে—যা প্রায় **১২ গুণেরও** বেশি। ২৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটাউন ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী- যা সত্যিই দেখার মতো।

এছাড়াও সংখ্যালঘুদের ঋণ প্রদান, ছাত্রাবাস নির্মাণ, সাইকেল দেওয়া, বাজার তৈরি (মার্কেটিং হাব), গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ বিভাগে দেওয়া আছে।

৩.১৫ শিশুকন্যাদের ক্ষমতায়ন

আপনারা জানেন যে কন্যাশ্রী প্রকল্প যা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মানসকন্যা, বিশ্বজুড়ে বিপুল সাড়া ফেলেছে। জুলাই, ২০১৪-তে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কন্যা সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ প্রকল্পগুলির অন্যতম হিসাবে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে এবং এই প্রকল্পটি মন্থন ও এশিয়া পেশিফিক অ্যাওয়ার্ড-এ প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সম্প্রতি নাগরিক-কেন্দ্রিক শ্রেণীতে রাষ্ট্রীয় ই-গভর্নেন্স প্রতিযোগিতায় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ইতি মধ্যে ২২ লক্ষ ছাত্রীর নাম রেজিস্টার্ড হয়েছে এবং ২০ লক্ষ ছাত্রীকে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

আমরা শিশুকন্যাদের নিয়ে অনেক রকম স্লোগান শুনি দিল্লীর থেকে, কিন্তু বাস্তবে বাংলা যা করেছে আজ, শুধু ভারতই নয়, বিশ্বও করবে কাল।

৩.১৬ আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন

জাতি বিষয়ক শংসাপত্র প্রদানের জন্য অন-লাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই ব্যবস্থা ৫৫টি মহকুমায় চালু হয়েছে। এই সরকার আসার পরে ২.৭৪ লক্ষ তপশিলি জাতির শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, যা আগের তুলনায় **দ্বিগুণ**।

বিগত তিন বছরে ২.১৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে যা আগের তুলনায় **দ্বিগুণেরও** বেশি।

আমরা সরকারে আসার পর সাইকেল বিতরণের ক্ষেত্রেও একটি রেকর্ড তৈরি হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে, ২০০৮ থেকে ২০১১ সালের তুলনায়, **১০ গুণ** বেশি সাইকেল দেওয়া হয়েছে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের।

'মায়েল লিয়াং লেপচা বোর্ড' ও 'তামাং উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষৎ' গঠিত হয়েছে। এছাড়া আরও সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ বিভাগে দেওয়া আছে।

৩.১৭ তপশিলি জাতি ও ওবিসি-দের ক্ষমতায়ন

২০১১ থেকে ২০১৪ মধ্যে তপশিলি ও অন্যান্য ও.বি.সি. জাতির শংসাপত্র দেওয়ার সংখ্যা তুলনামূলক সময়ের (২০০৮-১১) **তিন গুণ** বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০ লক্ষেরও বেশি। এটাও একটি রেকর্ড।

যেখানে ২০০৮ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ৯.৬৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল সেখানে ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত **দ্বিগুণ** ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে - ২১ লক্ষ।

৩.১৮ স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন

২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত স্ব নিযুক্তি গোষ্ঠীর তহবিলে মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ **দ্বিগুণ** হয়েছে (২,১৫৩.৬৭ কোটি টাকা)। এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের এ এক অসাধারণ সাফল্য।

৩.১৯ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীদের ক্ষমতায়ন

আপনারা শুনে খুশি হবেন যে ৪৫ লক্ষেরও বেশি অসংগঠিত কর্মীকে মে, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

এই একই সময়ের মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা হিসাবে ৩৫৯ কোটি টাকা ১২ লক্ষ কর্মীকে প্রদান করা হয়েছে যা ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বরাদ্দের তুলনায় প্রায় **৪০ গুণ** বেশি। এটা সত্যিই নজিরবিহীন।

এক্ষেত্রেও স্বনিযুক্তির প্রচুর সুযোগ বেড়েছে।

৩.২০ গ্রামীণ রাস্তা

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাই যে গত সাড়ে তিন বছরে গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়নে বিপুল সাফল্য এসেছে। আমরা সরকারে আসার আগে, ২০১০-১১ সালে, মোট গ্রামীণ রাস্তা নির্মিত হয়েছিল ৩৮৫ কিলোমিটার। ২০১৩-১৪ সালে নির্মিত হয়েছে ২,৬৩১ কিলোমিটার, যা **৪ গুণ**।

এখানেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৩.২১ জাতীয় সড়ক

১,২৭০ কিলোমিটার রাস্তায় দুই লেন তৈরি করা এবং ২,৬৭২ কিলোমিটার রাস্তাকে ৫.৫ মিটার চওড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, যা একটি রেকর্ড। রাস্তা ও সেতুর কাজে ব্যয় গত তিন বছরে **৩ গুণ** বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সরকারের গঠিত স্টেট হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ১,০০০ কিলোমিটার হাইওয়ে তৈরি করার পরিকল্পনা নিজেদের হাতে নিয়েছে এবং ৩,০০০ কিলোমিটার পি.পি.পি.-র মাধ্যমে করার প্রচেষ্টা চলছে।

৬০০.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নেপাল সীমান্ত থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত সংযুক্ত করার জন্য এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর কাজ এবং ৯৭১.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত সংযুক্ত করার জন্য এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর কাজ শুরু হয়েছে।

২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫-র মধ্যে ৮৮টি ব্রিজ ও রেল ওভারব্রিজ সমাপ্তির পথে।

৩.২২ নগর উন্নয়ন

নগর পরিকাঠামোর বিভিন্ন দিক যথা — আবাসন, পরিবহন, জল সরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ এবং নদীর পাড় সুন্দর করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের সব নগর পৌরসংস্থাগুলি স্থানীয় নাগরিকদের ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি পরিষেবার কাজ শুরু করেছে।

'কোলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট' কর্মসূচীর অধীনে ৩,৪২০ কোটি টাকা কোলকাতা পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে। নতুন আরও ২২টি নগর (Township) গড়ে তোলার জন্য ৭৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার প্রস্তাব এসেছে। এক্ষেত্রেও বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা চতুর্থ বিভাগে বিশদে দেওয়া আছে।

এখানেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

৩.২৩ উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন ও পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

সরকার নতুন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ গঠন করেছে এবং 'উত্তরকন্যা' নামে নতুন সচিবালয় তৈরি করেছে। আলিপুরদুয়ারকে নতুন জেলার রূপ দিয়েছে। পর্যাপ্ত অর্থের যোগান বাড়িয়ে উত্তরবঙ্গে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। এর ফলস্বরূপ, উত্তরবঙ্গ বিজনেস সামিট -এ ২,২০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এসেছে এবং MSME Synergy -তে ১,৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

সুন্দরবন উন্নয়ন

সুন্দরবনের মৃদঙ্গভাঙা নদীর উপর ১ কিলোমিটার সেতু নির্মাণ হয়েছে — যা সত্যিই দেখার মতো। ১৬৮.৪৭ কিলোমিটার ইঁট বাঁধানো রাস্তা, বিটুমিনাস ও কংক্রীটের রাস্তা তৈরির কাজ, পানীয় জলের গভীর নলকূপ ও জেটি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কাজ ও নদীর পাড় নির্মাণের কাজ ব্যাপক আকারে শুরু হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

এই রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি জেলার ৭৪টি পিছিয়ে পড়া ব্লক - যার মধ্যে LWE প্রভাবিত ২৩টি ব্লকও আছে, সেগুলির উন্নয়নে সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। ঐ বিশেষ অঞ্চলের ২০৭টি স্কীমের মধ্যে ১৫২টির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং বাকিগুলিও ২০১৫-র মার্চের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

৩.২৪ বিদ্যুৎ

বৈদ্যুতিকরণের জন্য গ্রামাঞ্চলে ১ কোটি নতুন সংযোগ দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প 'সবার ঘরে আলো'র কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ ২০১৫-এর মধ্যেই শেষ হবে এবং সাগর ও সুন্দরবন-সহ রাজ্যের অবশিষ্ট ৭টি জেলায় শেষ হবে ২০১৬ সালের মধ্যে।

কৃষির উদ্দেশ্যে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সেচ বন্ধু' নামে একটি বিরাট উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩.২৫ পর্যটন

পর্যটন খাতে বরাদ্দ ২০১০-১১ সালের ১১.৫৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০১৪-১৫ সালে বরাদ্দের পরিমাণ ২২৩ কোটি টাকা করা হয়েছে - অর্থাৎ **২০ গুণ** বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের 'কোলকাতা আই', সুন্দরবনের ঝড়খালি, উত্তরবঙ্গের গাজলডোবা, হুগলির সবুজদ্বীপ ও জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িকে সুন্দর করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বেশ কয়েকটি নতুন হোটেল এই শহরে তৈরি হচ্ছে — যা নিশ্চয়ই আপনাদের চোখে পড়েছে। এছাড়া রাজারহাটে একটি বিশ্ব মানের Convention Centre নির্মাণের কাজ চলছে। Eco-Park আজ বিশ্বের নজর কেড়েছে। কোলকাতা এবং বাগডোগরায় প্রচুর সংখ্যায় উড়ান বেড়েছে — তিনটি নতুন আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা কোলকাতা থেকে উড়ান চালু করেছে।

এখানেও অনেক কর্মসংস্থান হয়েছে।

৩.২৬ পরিবহন

জনপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে কলকাতা, আসানসোল-দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মতো বিখ্যাত শহরগুলির জন্য নতুন ৮৭৪টি বাস দেওয়া হয়েছে। পুরোনো এবং নতুন বাসরুটগুলিতে ৫৬৫টি পারমিট দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০,৭০০টি নো-রিফিউজাল ট্যাক্সির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আকাশপথের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পনগরী ও পর্যটন শহরকে হেলিকপ্টার সার্ভিসের দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। বাণিজ্যিক বিমান সংস্থাগুলির যাত্রা সংখ্যা বাড়াতে আমরা বাগডোগরা, কোচবিহার ও অন্ডাল-দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF) এর উপর সেলস্ ট্যাক্স-এ ছাড় দিয়েছি। এছাড়াও কোলকাতা আন্তর্জাতিক

বিমান বন্দরের জন্যও সেলস্ ট্যাক্স কমানো হয়েছে।

এখানেও প্রচুর স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৩.২৭ ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ

নতুন নতুন স্টেডিয়াম, হোস্টেল, সুইমিং পুল ও স্পোর্টস অ্যাকাডেমি নির্মাণ করে পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে ২১,০০০টি নতুন বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে এবং আরও ১২,৫০০টি নতুন বসার জায়গা বাড়ানো হচ্ছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ২৫,০০০টি উচ্চমানের আসন বসানো হয়েছে।

রাজ্যে ১৮টি পুরনো ইউথ্ হোস্টেলের সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। আরও ১৮টি মনোরম ইউথ্ হোস্টেল রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় ও পর্যটন কেন্দ্রে বানানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ক্লাবে জিম্ ও খেলার সরঞ্জামের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে — ১৪,০০০ ক্লাবকে অনুদানের মাধ্যমে।

ক্রীড়া দপ্তর ও যুবকল্যাণ দপ্তরে বিগত তিন বছরে বরাদ্দ **৭ গুণ** বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২৮ তথ্য প্রযুক্তি (আই টি)

৮টি সফট্ওয়্যার আই টি পার্ক সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে এবং আরও ৭টি আই টি পার্ক নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। দুটি ইলেক্ট্রনিকস্ ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার ইতিমধ্যেই অনুমোদন পেয়েছে এবং একটি Hardware Park ২০১৫-১৬-এর মধ্যে চালু হবে। এক্ষেত্রেও কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। একটি নতুন Indian Institute of Information Technology প্রথমবার বাংলায় শুরু হয়েছে। আরও অন্যান্য কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ বিভাগে দেওয়া আছে।

৩.২৯ বাংলার নব শিল্পায়ন এগিয়ে চলেছে ঃ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ

মে, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বড় শিল্পে মোট বিনিয়োগ, যা 'ইমপ্লিমেন্টেড' হয়েছে অথবা 'আন্ডার ইমপ্লিমেনটেশন' তার পরিমাণ

৮৪,২১১.৮৫ কোটি টাকা। এরফলে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও ৫৫, ৮৫৫.১৫ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। সম্প্রতি বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে আরও ২,৪৩,০০০ কোটি টাকা মূল্যের বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে, যাতে লগ্নির মোট প্রস্তাবের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা (২,৯৮,৬২৭ কোটি)। এই লগ্নির ফলেও বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের প্রবাহ রেকর্ড মাত্রা ছুঁয়ে ৪০,৭১৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে তুলনামূলক সময়ে এই বৃদ্ধি প্রায় **৩ গুণ**। ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ তে এই বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

আমরা যখন সরকারে আসি তখন MSME ক্লাস্টারগুলির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৪টি। এখন **৩ গুণ** বেড়ে ক্লাস্টারগুলির সংখ্যা হয়েছে ১৬১টি। এই উন্নয়নের ফলে MSME তেও বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তাঁত শিল্পীদের সম্মান দিতে একটি অনন্য উইভারস আইডেনটিটি কার্ড চালু করে ৫,৩১,০৭৫ জন তাঁতীকে দেওয়া হয়েছে।

MSME সাফল্যের আরও বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ বিভাগে দেওয়া আছে।

অন্‌জাম কি ফিক্‌র না কর
আগাজ কর কে দেখ্‌
ভিগে হুয়ে পরোঁ সে হি
পরয়াজ কর কে দেখ্‌।।

আমরা সরকারে আসার পর থেকে আমাদের প্রধান কৃতিত্বের আমি কিছু উদাহরণ দিয়েছি।

মাননীয় অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে আমি প্রথমে Part 4-এ বিভাগ অনুযায়ী বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করতে চাই এবং তারপর সরাসরি Part 5-এ (Page No. 51) কর সংক্রান্ত প্রস্তাবে যেতে চাই।

৩.৩০ **২০১৫-১৬ সালের জন্য বাজেট বরাদ্দ**

২০১৫-১৬ সালের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের বরাদ্দ আমি আলাদা আলাদা ভাবে প্রস্তাব করছি ঃ

১। **কৃষি (Agriculture)**

গতবারের ১,১৫৭.৭২ কোটির জায়গায় এবার ১৫০০ কোটি টাকা।

২। **খাদ্য ও সরবরাহ (Food & Supplies)**

গতবারের ১৭৫.২০ কোটির জায়গায় এবার ২০২.০০ কোটি টাকা।

৩। **খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন (Food Processing Industries & Horticulture)**

গতবারের ১২০.০০ কোটির জায়গায় এবার ১৩৮.০০ কোটি টাকা।

৪। **প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর (Animal Resources Development)**

গতবারের ৩৫৬.৮৫ কোটির জায়গায় এবার ৪৫০.০০ কোটি টাকা।

৫। **মৎস দপ্তর (Fisheris)**

গতবারের ১৯৬.০০ কোটির জায়গায় এবার ২১৮.১০ কোটি টাকা।

৬। **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন (Panchayat and Rural Development)**

গতবারের ৭,৪৬০.২২ কোটির জায়গায় এবার ৮,৫৮০.০০ কোটি টাকা।

৭। **সেচ ও জলপথ পরিবহন (Irrigation & Waterways)**

গতবারের ১৮৭২.৪৯ কোটির জায়গায় এবার ২,০৪১.০০ কোটি টাকা।

৮। **বন (Forest)**

গতবারের ২৪৫.৬২ কোটির জায়গায় এবার ২৭১.৪১ কোটি টাকা।

৯। **জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন (Water Resources & Development)**
গতবারের ৪৬৬.৫২ কোটির জায়গায় এবার ৫২৮.০০ কোটি টাকা।

১০। **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (Health & Family Welfare)**
গতবারের ২,২১১.০৬ কোটির জায়গায় এবার ২,৫৮৮.৯০ কোটি টাকা।

১১। **বিদ্যালয় শিক্ষা (School Education)**
গতবারের ৬,৮৮৪.৫০ কোটির জায়গায় এবার ৮,০৫৫.০০ কোটি টাকা।

১২। **উচ্চশিক্ষা (Higher Education)**
গতবারের ৩৪২.৯৫ কোটির জায়গায় এবার ৩৯১.০০ কোটি টাকা।

১৩। **কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical Education & Training)**
গতবারের ৫৪৯.০০ কোটির জায়গায় এবার ৬৪৭.০০ কোটি টাকা।

১৪। **নারী কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ ও শিশু কল্যাণ (Women Development and Social Welfare & Child Development)**
নারী এবং সমাজ কল্যাণে গতবারের ৭৭০.৭৬ কোটির জায়গায় এবার ৮৬৩.৯৮ কোটি টাকা। শিশু কল্যাণে ২,৪২০.০০ কোটির জায়গায় এবার ২,৮০৯.৮৩ কোটি টাকা।

১৫। **শ্রম (Labour)**
গতবারের ২২০.০০ কোটির জায়গায় এবার ২৫০.০০ কোটি টাকা।

১৬। **ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ (Sports & Youth Affairs)**
গতবারের ১৪২.০০ কোটির জায়গায় ক্রীড়া দপ্তরে এবার ১৮০.৮০ কোটি টাকা এবং যুবকল্যাণ দপ্তরে গতবারের ১৩০.০০ কোটির জায়গায় ১৬০.০০ কোটি টাকা।

১৭। **তথ্য ও সংস্কৃতি (Information & Cultural Affairs)**
গতবারের ১৬৫.০০ কোটির জায়গায় এবার ২০০.০০ কোটি টাকা।

১৮। **স্বরাষ্ট্র (Home)**
গতবারের ২৪৭.৬৭ কোটির জায়গায় এবার ২৭৩.০০ কোটি টাকা।

১৯। **বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর (Disaster Management)**

গতবারের ২৭.৫০ কোটির জায়গায় এবার ১১০.০০ কোটি টাকা।

২০। **অগ্নিসুরক্ষা ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ (Fire & Emergency Services)**

গতবারের ৮৩.৭০ কোটির জায়গায় এবার ৯২.১০ কোটি টাকা।

২১। **জনস্বাস্থ্য কারিগরী (Public Health Engineering)**

গতবারের ১,৩৩৬.৩২ কোটির জায়গায় এবার ১,৪৭০.০০ কোটি টাকা।

২২। **পরিবহন (Transport)**

গতবারের ৪০০.০০ কোটির জায়গায় এবার ৪৫০.০০ কোটি টাকা।

২৩। **পূর্ত ও সড়ক পরিকাঠামো [Public Works & Public Works (Roads)]**

গতবারের ৭১৪.৪০ কোটির জায়গায় সড়ক পরিকাঠামো দপ্তরে ১,৪৮৪.৬০ কোটি টাকা এবং পূর্ত বিভাগে গতবারের ৬০২.০০ কোটির জায়গায় এবার ১,১৭৪.৫১ কোটি টাকা।

২৪। **ভূমি ও ভূমি সংস্কার (Land & Land Reforms)**

গতবারের ১০৫.০০ কোটির জায়গায় এবার ১১৫.৬০ কোটি টাকা।

২৫। **বিদ্যুৎ (Power)**

গতবারের ১,১৭৪.০০ কোটির জায়গায় এবার ১,২৯৫.০০ কোটি টাকা।

২৬। **নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক (Urban Development & Municipal Affairs)**

নগরোন্নয়নে গতবারের ১,৫৮৫.০০ কোটির জায়গায় এবার ১,৮৯৫.০০ কোটি টাকা।

মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ারস্ ২,২৫১.৫৯ কোটির জায়গায় এবার ২,৪৬৬.০০ কোটি টাকা।

২৭। **আবাসন (Housing)**

গতবারের ৭০০.০০ কোটির জায়গায় এবার ৭৮৮.০০ কোটি টাকা।

২৮। **সংখ্যালঘু বিষয়ক (Minority Affairs)**

গতবারের ১,৭৩৭.০০ কোটির জায়গায় এবার ২,০৩৩.০০ কোটি টাকা।

২৯। **অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ (Backward Classes Welfare)**

গতবারের ৩৭৭.৬৬ কোটির জায়গায় এবার ৪৩৮.৫০ কোটি টাকা।

৩০। **স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি (Self Help Group & Self Employment)**

গতবারের ৩০৫.৩০ কোটির জায়গায় এবার ৪০০.০০ কোটি টাকা।

৩১। **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন (North Bengal Development)**

গতবারের ৩৭৫.০০ কোটির জায়গায় এবার ৪৫০.০০ কোটি টাকা।

৩২। **সুন্দরবন উন্নয়ন (Sundarban Development)**

গতবারের ৩০০.০০ কোটির জায়গায় এবার ৩৭০.০০ কোটি টাকা।

৩৩। **ক্ষুদ্র, ছোটো এবং মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র (Micro, Small and Medium Enterprises & Textiles)**

গতবারের ৫৩৬.২৮ কোটির জায়গায় এবার ৬১৮.০০ কোটি টাকা।

৩৪। **শিল্প ও বাণিজ্য (Commerce & Industries)**

গতবারের ৫৯৪.০০ কোটির জায়গায় এবার ৬৫৩.৫০ কোটি টাকা।

৩৫। **পর্যটন (Tourism)**

গতবারের ২২৩.০০ কোটির জায়গায় এবার ২৫৭.০০ কোটি টাকা।

৩৬। **তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স (Information Technology & Electronics)**

গতবারের ১২৬.৭০ কোটির জায়গায় এবার ১৬৪.৫০ কোটি টাকা।

৪। কৃষি অর্থনীতির উন্নতি সাধন

৪.১ কৃষি

স্যার, আমাদের জন্য ২০১৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন সর্বকালীন উচ্চসীমা অর্জন করেছে।

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে ১৭৬টি (ফেজ ১ ও ২) কৃষক বাজারের মধ্যে ৮৪টি কৃষকবাজার চালু হয়ে গেছে, ২০১৫-১৬ সালে বাকি কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। মহকুমাভিত্তিক মার্কেট কমিটিকে জেলাভিত্তিক মার্কেট কমিটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ৬৫ লক্ষ 'কিষাণ ক্রেডিট কার্ড' কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২৫০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ চাষীদের প্রদান করা হয়েছে যেখানে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩৯৯ কোটি টাকা। বিগত তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আমাদের রাজ্য ভারত সরকারের কৃষিকর্মণ পুরস্কার লাভ করে চলেছে।

সম্প্রতি বর্ধমানে ও উত্তরবঙ্গে 'মাটি তীর্থ কৃষি কথা'র মাধ্যমে মাটির সক্রিয়তা অনুযায়ী শস্য বপনের তথ্য বিনিময়ের কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে জেটি বাজার তৈরি করা হচ্ছে।

পিঁয়াজ উৎপাদক ব্লকগুলিতে 'আমার ফসল আমার গোলা' প্রকল্পের অধীনে ক্লাস্টার করে 'ওনিয়ন স্টোরেজ স্ট্রাকচার' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। ''আমার ফসল আমার গাড়ি'' প্রকল্পে ছোট ও মাঝারি কৃষকদের ফসল বহন করার জন্য সাহায্য ২০১৫-১৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে চলবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১,১৫৭.৭২ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১,৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২ খাদ্য ও সরবরাহ

স্যার, নতুন সরকার আসার সময় গুদামে শস্য মজুত রাখার ক্ষমতা ছিল মাত্র ৪০,০০০ মেট্রিক টন। আমরা ৫.৭৫৫ লাখ মেট্রিকটন শস্য মজুত রাখার মতো গুদাম

তৈরির লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিলাম। এ বছর ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.৮০ লাখ মেট্রিকটন ক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি কাজ ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষেই শেষ হবে। রেশন কার্ডের ডিজিটাইজেশনের কাজ ৭.৮০ কোটি ছুঁয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৮২ শতাংশ। এই কাজ ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে শেষ হয়ে যাবে।

BPL তালিকাভুক্ত, জঙ্গলমহল, সিঙ্গুর, বন্ধ চা-বাগান, আয়লা আক্রান্ত সুন্দরবন এবং বীরভূম জেলার পিছিয়ে পড়া ৭টি ব্লকের মোট ৩.২ কোটি গরীব মানুষেরা ২ টাকা কেজি দরে ভর্তুকিযুক্ত চাল ও ৫ টাকা প্রতি ৭৫০ গ্রাম আটার প্যাকেট পেয়ে উপকৃত হয়ে চলেছেন।

রাজ্য সরকার বন্ধ থাকা চা-বাগানে খাদ্যশস্য পৌঁছনোর কাজ শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যে ৬টি ফেয়ার প্রাইস শপ ৫টি চা-বাগানে চালু হয়েছে। ২৭টি বন্ধ চা-বাগানের এক লাখ কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ভর্তুকিমূল্যে খাদ্যশস্য পাচ্ছেন।

কৃষকদের থেকে সরাসরি খাদ্যশস্য কেনার বিকেন্দ্রিক শিবির রাজ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ন্যূনতম ভর্তুকিমূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় ৪,৫৭,৮১৭ মেঃ টঃ খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছে।

১৭টি জেলার ৪৪১২ জন প্রচণ্ড অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য প্রতিমাসে মাথাপিছু ৯.৫ কেজি অতিরিক্ত খাদ্যশস্য দিয়ে তাদের পুষ্টির মাত্রাকে বাড়ানোর প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি।

৫টি জেলায় খাদ্যভবন নির্মাণ এবং ২৭টি সাব ডিভিশনাল ফুড অফিস এবং ৩৪১টি ব্লকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্লক-লেভেল ইন্সপেক্টরের অফিস নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০১৩-র অধীনে ৬ কোটির বেশি মানুষকে খাদ্যশস্য বণ্টন করা হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১৭৫.২০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২০২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

২০১৪-১৫ সালে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করা ও আধুনিকীকরণের জন্য ভর্তুকি হিসাবে ২১ জন শিল্পোদ্যোগীকে ১০.৩২ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ৬৭টি নতুন সংস্থাকে 'মিশন অন ফুড প্রসেসিং' প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

পুরোনো চালকলগুলির আধুনিকীকরণের জন্য একটি সহায়ক প্যাকেজের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ সালে উচ্চ মূল্যের সব্জি ও ফুলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ২০০ ইউনিট পলিশেড নেট হাউস তৈরি করা হবে।

২০১৫-১৬ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জৈব সারের প্রয়োগ জনপ্রিয় করার জন্য ২৫০০টি স্থায়ী পলিথিনে তৈরি 'ভার্মিকম্পোস্টিং' ইউনিট স্থাপন করা হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১২০.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১৩৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪ প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর

সমস্ত ৩৪১টি ব্লকে গো-সম্পদ বিকাশ অভিযান ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৬ লক্ষ বকনা-বাছুর নিয়ে আসার মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এর ফলে চতুর্থ বর্ষ ও তারপর থেকে প্রতি বছরে অতিরিক্ত ৯.৬ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হবে।

২০১৪-১৫ সালে, দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষদের বাড়তি আয় বৃদ্ধির জন্য ৪০ লক্ষ মুরগি ও হাঁস বিতরণ করা হয়েছে।

কলকাতায় মাদার ডেয়ারির রেফ্রিজারেশন প্ল্যান্টের আধুনিকীকরণ ও কলকাতার মাদার ডেয়ারির সাহায্যে বর্ধমানের স্টেট ডেয়ারির পুনরুজ্জীবনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

১৬টি জেলার ১০০টি নির্বাচিত ব্লকে, ভেড়া/ছাগলের সুষ্ঠু ভাবে পালনের কাজ নেওয়া হয়েছে যাতে ৫০,০০০ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এর ফলে বছরে ১৮০০ মেট্রিক টন মাংস উৎপাদনের বৃদ্ধি হবে।

২০১৫-১৬ সালে জলপাইগুড়িতে পশুচিকিৎসা শিক্ষার একটি নতুন কলেজ স্থাপিত হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৩৫৬.৮৫ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৪৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৫ মৎস্য বিভাগ

বিল, বাঁওড়, বাঁধ এই সমস্ত জলাশয়গুলিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে জলাশয়গুলির উপযুক্ত সংস্কার করা হচ্ছে।

'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে খনন করা পুকুরে মাছ চাষের জন্য ১২,০০০ জন মৎস্যজীবীকে মাছের পোনা ও তার সুষম খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। মাছ চাষের উন্নতি করার জন্য ১৭,০০০ মৎস্যচাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে রাজ্যে ২০১৫-১৬ সালের মৎস্য উৎপাদন ১৮ লক্ষ মেট্রিকটনে পৌঁছে লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে সাহায্য করবে। ৭.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শংকরপুর মৎস্যবন্দরের সংস্কার করা হয়েছে।

উপকূলবর্তী ধীবরদের ১.৩৬ লক্ষ পরিচয়পত্র এবং ১৫০০ ডিসট্রেস অ্যালার্ট ট্রান্সমিটার (DAT) বিতরণ করা হয়েছে। বিগত বছরে মৎস্যজীবীদের ১৩,০০০ গৃহ তৈরি এবং ১১,০০০ মৎস্যচাষ সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে।

মৎস্য চাষে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য একটি নতুন মৎস্যচাষ নীতি উন্মোচিত হয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যয়ের ৩৭৭ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে এবং ১২ জন উদ্যোগপতির সঙ্গে মৌ-স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১৯৬.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২১৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৬ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

যেখানে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত MGNREGA যোজনায় গড় শ্রমিক-দিবস ছিল বছরে মাত্র ১০ কোটি, ২০১৩-১৪ সালে আমরা ২৩.১৬ কোটি শ্রমিক দিবসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি ২০১৩-১৪ সালের মোট খরচ ছিল ৫৭৫৩.৩৯ কোটি টাকা, যা একটি রেকর্ড।

চলতি বছরেও (MGNREGA)-এর উন্নয়ন প্রথম ন'মাসেই আশানুরূপভাবে বর্ধিত হয়েছে। যদিও পরে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অসহযোগীতায় এই প্রকল্পের কাজের গতি শ্লথ হয়ে গেছে।

ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY) খাতে, বেশ কিছু বছর পরে সব জেলাগুলিতে ৯৩১.৯৬ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে ২৮০৫.৭২ কোটি টাকা প্রথম কিস্তি হিসাবে দেওয়া হয়েছে। ৩.৮৩ লক্ষেরও বেশি গৃহনির্মাণ মঞ্জুর হয়েছে এবং আরও এক লাখ গৃহনির্মাণ মঞ্জুর হবে।

২০১৪-১৫ সালে PMGSY-র খাতে এখনও পর্যন্ত ১,১৫১.১৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং ১,৯৩০ কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে। বাকি ৩,৮৩৮ কিমি রাস্তা তৈরির কাজ পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

২০১৩-১৪ সালে সর্বাধিক ১,৩৫৬ টি বসতি অঞ্চলকে সড়কপথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সাফল্য পেয়ে আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছে।

২০১৫-১৬ সালের মধ্যে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে হুগলী ও বর্ধমান জেলায় এবং বাকি জেলাগুলিতে ২০১৯ সালের ২রা অক্টোবরের মধ্যে নির্মলবাংলা মিশন প্রকল্পের আওতায়, খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ না করে শৌচাগার ব্যবহারে গ্রামগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৭,৪৬০.২২ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৮,৫৮০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৭ সেচ ও জলপথ পরিবহণ

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি করতে রাজ্য সরকার 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' রূপায়ণ করবে।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাঘাই নদীতে কাজ পুরোমাত্রায় চলছে।

অতর্কিত বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যাতে দ্রুত বন্যা-সংক্রান্ত খবরাখবর

ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্য একটি 'রিয়েল টাইম ফ্লাড ফোরকাস্টিং সিস্টেম' চালু করা হচ্ছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১,৮৭২.৪৯ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২,০৪১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৮ বন বিভাগ

২০১৪-১৫ সালে ৪০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির সহায়তায় ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজার্ভেশন প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই প্রকল্পের অধীনে উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়িতে 'নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল পার্ক' এই নামে এবং সুন্দরবনের ঝড়খালিতে 'সুন্দরবন ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল পার্ক' নামে কাজ শুরু হয়েছে।

রাজারহাটের নিউটাউনে ''স্মৃতিবন'' নামে একটি নতুন স্মৃতি উদ্যান নির্মিত হয়েছে। ঝাড়গ্রামের ইকো-ট্যুরিজম্ ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অন্তর্গত ইকো-ট্যুরিজম্ কেন্দ্রগুলিতে অন-লাইন বুকিং-এর কাজ শুরু হয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় নতুন স্বয়ংক্রিয় প্রবেশপথ এবং 'টাইগার এনক্লোজার অ্যান্ড এভিয়ারি' চালু হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ২৪৫.৬২ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২৭১.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

২০১৪-১৫ সালে প্রায় ৫৭,০০০ হেক্টর ও অতিরিক্ত 'কালচারেবল কমান্ড এরিয়া' (CCA) প্রায় ৫,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের সম্ভাবনা তৈরি হবে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৫-১৬ সালে আরও ৬২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং ৫,৫০০ হেক্টর অতিরিক্ত 'কালচারেবল কমান্ড এরিয়া'র (CCA) উন্নতিসাধন হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্প, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট' (WBADMIP) পুরোদমে চলছে। ১,৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প প্রায় ১.৩৯ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত সেচ এলাকা তৈরি করবে।

বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শুষ্ক জেলাগুলিতে ২০১৪-১৫ সালে সেচ এলাকা বাড়ানোর জন্য 'জলতীর্থ' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান আর্থিক বছরে ১৪,০০০ হেক্টর অতিরিক্ত সেচ সম্ভাবনা এবং ১,০০০ হেক্টর 'কালচারেবল কমান্ড এরিয়া' (CCA) তৈরি হবে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৫-১৬ সালে আরও ১৫,০০০ হেক্টর ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা তৈরি হবে ও ১৫,০০ হেক্টর 'কালচারেবল কমান্ড এরিয়া'র (CCA) উন্নতিসাধন হবে।

'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৮১৭টি পুকুর খনন ও ৭,৩১৯টি জল সংরক্ষণ ও জল দ্বারা চাষের সংস্থান তৈরি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত 'জল ধরো জল ভরো' নামে বৃষ্টির জলকে চাষের কাজে লাগানোর প্রকল্পে, ১,১৮,১৬৪টি জলাশয় তৈরি হয়েছে। জলাশয় খনন, পুনঃ খনন ও জলাশয় তৈরির ৩০০০টি প্রকল্পের কাজ ২০১৫-১৬ সালে শুরু হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৪৬৬.৫২ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৫২৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সামাজিক পরিকাঠামো

৪.১০ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

আমাদের উদ্যোগের ফলে প্রসূতি মৃত্যুর হার ১৪৫ (২০০৭-০৯) থেকে কমে ১১৭ (২০১২) হয়েছে এবং শিশু মৃত্যুর হারও ৩২ (২০১২) থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩১ (২০১৩)।

মে, ২০১১ পর্যন্ত 'সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট' (SNCU) চালু ছিল মাত্র ৬টি, সেখান থেকে অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত চালু হয়েছে ৪৩টি এবং আরও ১৬টি স্থাপিত হতে

চলেছে। ২৮৫টি 'সিক নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট' (SNSU) চালু হয়ে গেছে এবং এরকম আরও ২৩টি চালু হতে চলেছে। সমস্ত ৫৬১ চালু ইউনিটে এখন 'নিউবর্ন কেয়ার কর্নারস্' (NBCC) আছে এবং ১০০টি NBCC ধাপে ধাপে স্থাপিত করা হবে। ২৫টি নবজাতকের পরিচর্যা কেন্দ্র ২০১৪-১৫ সালে চালু হয়ে যাবে এবং নয়টি মেডিক্যাল কলেজে 'নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট' (NICU) ও দশটি মেডিক্যাল কলেজে 'পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট' (PICU) কাজ করে যাচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে এবং চারটি মেডিক্যাল কলেজে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি স্থাপন করা হচ্ছে।

২০১৪-১৫ সালে প্রসূতিদের জটিলতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৪০টি 'কমপ্রিহেনসিভ এমার্জেন্সি অবস্ট্রেটিক কেয়ার' (CEmOC) এবং ৫৩১টি 'বেসিক এমার্জেন্সি অবস্ট্রেটিক কেয়ার' (BEmOC) সুবিধা চালু হয়ে যাবে।

প্রস্তাবিত ১২টি 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' (MCH)-এর মধ্যে ৭টির সিভিল কাজ ২০১৪-১৫-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এবং বাকি ৫টি ২০১৫-১৬তে সমাপ্ত হবে।

৪০টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ২০১৫-১৬-এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রাজ্যের প্রস্তাবিত ৪১টি 'ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট' (CCU)-এর মধ্যে, ২০টিতে কাজ শুরু হয়ে গেছে ও অবশিষ্ট ২১টি আগামী ২০১৫-১৬-এর মধ্যে কাজ শুরু করবে। ৫টি 'ট্রমা কেয়ার ইউনিট' (TCU)-এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮টি TCU ও ৯টি 'বার্ন ইউনিট' (যার মধ্যে ৩টি মেডিক্যাল কলেজে ও ৬টি জেলা হাসপাতালে) নির্মাণকার্য শুরু হবে।

৯৫টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চালু আছে ও আরও ২১টি খুব শীঘ্র চালু হয়ে যাবে। ২০১৪-১৫ সালে ৫৪৪ কোটি টাকা বিক্রয়মূল্যের ওষুধে রোগীরা ৩৬৪ কোটি টাকা ছাড় পেয়েছেন।

PPP-তে সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের রোগনির্মাণ কেন্দ্র ও ডায়ালিসিস পরিষেবা ইতিমধ্যেই ২২টি হাসপাতালে চালু হয়ে গেছে ও অন্যান্য ২৬টি হাসপাতালে ২০১৫-এর আগস্টের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে।

ওষুধ ও সরঞ্জামের জন্য বরাদ্দ ২০১০-১১ সালের ৮০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ৪০৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের হাসপাতালগুলিতে সব ধরনের পরীক্ষা, ওষুধ ও বেড চার্জ মকুব করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব মেটাতে ৬টি জেলা হাসপাতালে অতিরিক্ত ৬০টি আসনবিশিষ্ট DNB (Diploma of National Board) কোর্স খোলা হয়েছে। আরও ৪টি জেলা হাসপাতালে DNB কোর্স খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১-সালের বেডের সংখ্যা ৫০,৩৮০ থেকে এখন পর্যন্ত বেড়ে ৭৪,৫০৭ হয়েছে। ১৮০টি শয্যাবিহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করা হয়েছে। ১৪৪টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। ৮টি নতুন স্বাস্থ্যজেলা ও ৮টি নতুন জেলা হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ২,২১১.০৬ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২,৫৮৮.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১১ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

২০১৪-১৫ সালে ১৫৫টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩৫০টি নতুন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। ৫৮৪টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৩১৯টি নতুন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ চলছে। ২০৬টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১০৪ জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

১১,৪৩০টি বিদ্যালয়ে দুটি করে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। অন্য ১৪,১৭৫টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কাজ চলছে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ৪৪টি মডেল স্কুলে ক্লাশ শুরু হয়ে যাবে।

৩৩,৬২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৯.৩৬% ছাত্রছাত্রী (৭৭,৭৬,১৩৩) ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৮.১৮% ছাত্রছাত্রীকে (৪৬,৯০,৪৬৩) 'মিড ডে মিলের' আওতায় আনা হয়েছে।

প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে 'নির্মল বিদ্যালয় অভিযান' প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৯৮% এরও বেশি বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

জঙ্গলমহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাঁওতালী মাধ্যমে পাঠদানের জন্য ১,১৫১ জন প্যারা-টিচার নিয়োগ করা হয়েছে।

১১টি পশ্চাদপদ জেলায় ১০৫টি ছাত্রী হোস্টেল, ৪০১টি হোস্টেল-সহ সংযুক্ত স্কুল গৃহ ও ১১টি PTTI (প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ৭১টি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল ও ৪টি নতুন স্কুল গৃহ শেষ হয়েছে।

২১৮টি নতুন প্রাথমিক ও ৩৭৩টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ও নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিতে ২৫,৩০৯টি বাইসাইকেল ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৬,৮৮৪.৫০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৮,০৫৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১২ উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

নতুন কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি, আসানসোলে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি এবং ডায়মন্ডহারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ও বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি যথাক্রমে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ সালে চালু হয়েছে। রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত আরও ২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ফর টিচার ট্রেনিং, এডুকেশন, প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' এবং রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়ে যাবে। এই দুটি চালু হলে রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে ৬।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার উৎসাহ দিচ্ছে। উত্তর চব্বিশ পরগনায় 'টেক্‌নো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি' ও বীরভূমে 'সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি' ইতিমধ্যেই ক্লাশ শুরু করে দিয়েছে এবং আরও ৫টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে, সেগুলি হল, নেওটিয়া ইউনিভার্সিটি, জে আই এস ইউনিভার্সিটি, দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, উত্তর ২৪ পরগনায় অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি এবং অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি। তারা আগামী ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ক্লাশ শুরু করবে।

এই রাজ্যে ৪৫টি নতুন কলেজ তৈরি হতে চলেছে। শালবনী, লালগড়, নয়াগ্রাম ও জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে নতুন সরকারি ডিগ্রি কলেজ, জলপাইগুড়ির বানারহাটে রাজ্যের প্রথম হিন্দি মাধ্যম কলেজ এবং নিউ টাউন, সিঙ্গুর ও গাইঘাটায় নতুন সরকারি কলেজ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। বঞ্চিত ও অবহেলিত এলাকায় আরও ১৫টি সরকারি ডিগ্রি কলেজ ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে কাজ শুরু করবে। কোচবিহার ও পুরুলিয়ায় নতুন দুটি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে।

এই সমস্ত উদ্যোগের জন্য রাজ্যসরকার GROSS ENROLMENT RATIO (GER)-২০১১-১২ সালে যেখানে ১২.৮০ ছিল, সেখানে চলতি বছরে ১৭.৬০-এ নিয়ে যেতে পেরেছে।

এই সমস্ত নতুন স্থাপিত কলেজ ও ইউনিভার্সিটির কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক ও অশিক্ষক শ্রেণীতে বিশাল সংখ্যক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

অন্যতম স্মরণীয় কৃতিত্ব হলো, ২০১৩ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন (রিজার্ভেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন) অনুসারে উচ্চতর শিক্ষায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ওবিসি) ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ চালু করা। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ওবিসি-র 'এ' ও 'বি' শ্রেণীতে ৫৯,৬১২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে, মোট হিসাবে যা ভর্তি হওয়া ছাত্র সংখ্যায় ১০.৬০%।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৩৪২.৯৫ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৩৯১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৩ বৃত্তিমূলক দক্ষতা

যুবকদের মধ্যে বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতি ব্লকে একটি আই টি আই এবং প্রতিটি সাব ডিভিশনে একটি পলিটেকনিক স্থাপন করার।

এই সরকার তিন বছরের মধ্যে ৪৩টি নতুন আই টি আই চালু করেছে এবং ৯২টি নতুন আই টি আই এবছর চালু হবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে যুক্ত করার ক্ষেত্রে পি.পি.পি. মডেলে ১,০০০ ITI National Skill Development Corporation -এর সাথে যৌথভাবে স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩৪টি পলিটেকনিক ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩২টি নির্মাণাধীন।

রাজ্য সরকার FICCI, BCCI ইত্যাদি অ্যাপেক্স চেম্বার এবং Raymonds, Samsung ইত্যাদি বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে।

এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় দক্ষতার প্রতিযোগীতায় ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে দুবছর পর পর সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দ ৫৪৯ কোটি টাকার জায়গায় আগামী আর্থিক বছরে বরাদ্দ আমি ৬৪৭ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করছি।

৪.১৪ নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ

''প্রিভেনশান অফ লো চাইল্ড সেক্স রেশিও'' এই বিষয়কে ভিত্তি করে একটি পাইলট প্রোজেক্ট পূর্ণ শক্তি নিয়ে চালু হয়েছে।

বয়ঃসন্ধির মেয়েদেরকে ক্ষমতা প্রদানের জন্যে 'সবলা' প্রকল্পে ১২.৫ লক্ষ মেয়েকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সম্পূরক পুষ্টি প্রক্রিয়ায় এখন সকালবেলার জলখাবার ও রান্নাকরা খাবার দেওয়া হচ্ছে। ভয়ঙ্কর অপুষ্টিতে রুগ্‌ণ শিশুদের জন্য গম থেকে তৈরি পুষ্টি-সমৃদ্ধ পৌষ্টিক লাড্ডু বা পৌষ্টিক আহার চালু করা হয়েছে।

মে, ২০১১ থেকে রাজ্য জুড়ে ১৪,৫০০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫, ৯২৬।

আমাদের সরকারই প্রথম বিশদ স্টেট প্ল্যান অফ অ্যাকশন ফর চিল্ড্রেন ২০১৪-১৮ (SPAC)-এর রূপরেখা তৈরি করেছে।

২০১৪-এর ১৪ আগস্ট তারিখে রাজ্য জুড়ে কন্যাশ্রী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই প্রকল্পটি পুরোপুরি ইনফর্মেশন টেকনোলজি (আই টি) কেন্দ্রিক এবং ওয়েব পোর্টাল wbkanyashree.gov.in তৈরি করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত, ২২ লাখ জন এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছে এবং ২০ লক্ষ জন সুবিধা প্রাপ্তদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গার্লস্ সামিট-এ কন্যাশ্রী অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং মন্থন সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাওয়ার্ডে ই-গভর্নেন্সে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সম্প্রতি নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনে অসাধারণ কৃতিত্বের শ্রেণীতে কন্যাশ্রীকে জাতীয় ই-গভর্নেন্স পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৭৭০.৭৬ এবং ২,৪২০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই দুটি বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৮৬৩.৯৮ কোটি এবং ২,৮০৯.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৫ শ্রম দপ্তর

আমাদের রাজ্যে ১.৫ কোটি অসংগঠিত শ্রমিক আছেন যারা বিভিন্ন সোসাল সিকিউরিটি স্কীমে সহায়তা পান। অসংগঠিত শ্রমিক ভবিষ্যনিধি (SASPFUW) প্রকল্পে নথিভুক্ত সুবিধাভোগী শ্রমিকের সংখ্যা এ বছর ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১৮৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। ২০১৫-১৬ তে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিককে 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' প্রদান করার চেষ্টা করা হবে।

পয়লা এপ্রিল, ২০১৪ থেকে অন-লাইনে কারখানা নথিভুক্তির কাজ শুরু হয়ে গেছে। (GRIPS) 'গ্রিপস্ পোর্টাল'-এ সরাসরি 'কারখানা লাইসেন্স ফি' জমা দেওয়ার কাজ চালু হয়ে গেছে।

শ্রম দপ্তরের অধীনে শিলিগুড়ি ও আসানসোলে যথাক্রমে ৭.৩২ কোটি ও ৮.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে আঞ্চলিক অফিস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

দশ লক্ষ পরিবহন কর্মীদের সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স স্কীম-২০১০' চালু হয়েছিল।

১,০০,০০০ চাকুরীপ্রার্থীকে 'যুবশ্রী' প্রকল্পে মাসে ১,৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

নথিভুক্ত চাকুরিপ্রার্থীদের 'উদীয়মান স্বনির্ভর কর্মসংস্থান' (USKP) প্রকল্পের অধীনে ঋণ ও ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২০১৫-১৬ সালেই এরূপ ২,০০০টি প্রকল্পের কাজ অনুমোদন করা হবে।

২০১৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৭ লক্ষেরও বেশি চাকুরিপ্রার্থী ও ৩০৫ জন নিয়োগকারী তাদের যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করেছেন।

শ্রম দপ্তর একটি 'ওয়েব পোর্টাল' চালু করতে যাচ্ছে যার মাধ্যমে শ্রম আইনের অন্তর্গত বিভিন্ন রিপোর্ট ও রিটার্ন অন-লাইনে জমা করা যাবে। 'শপ্‌স অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট'-এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন্‌ ও রিনিউয়ালের কাজও ই-ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে করা যাবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ২২০.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৬ ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ

শালবনীতে নতুন স্টেডিয়াম ও ঝাড়গ্রামে নয়াগ্রাম স্পোর্টস অ্যাকাডেমি নির্মাণের কাজ বর্তমান আর্থিক বর্ষেই শেষ হবে। পুরুলিয়ায় একটি নতুন ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও বাঁকুড়ায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স ২০১৫ সালের জুন মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে একটি আবাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমি চালু হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে ঝাড়গ্রামে একটি নতুন তীরন্দাজী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে।

বিভিন্ন স্টেডিয়াম ২১,০০০ নতুন আসন সংযোজিত হয়েছে এবং আরও ১২,৫০০ আসন সংযোজিত হচ্ছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রায় ২৫,০০০ আসন বসানো হয়েছে। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নতিকরণের কাজ ২০১৫-১৬ সালে শেষ হবে।

৭,০০০ ক্লাবকে খেলাধূলার সরঞ্জাম কেনা ও কোচিং ক্যাম্প চালানোর জন্য অর্থসাহায্য করা হয়েছে।

সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলি পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও পুরুলিয়াতে প্রায় ৯০টি কমিউনিটি হল তথা রিক্রিয়েশন সেন্টারের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও স্কুলে ১,৫০০ মাল্টি-জিম অনুমোদিত হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বর্ষে হুগলী জেলায় ও উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে নতুন স্টেডিয়াম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ও বারুইপুরে সুইমিং পুল নির্মাণ করা হবে।

সমস্ত বিদ্যমান ইউথ হোস্টেলগুলির সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং আরও ১৮টি স্থানে নতুন ইউথ হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে।

'রাধানাথ শিকদার - তেনজিং নোরগে' পুরস্কারের পাশাপাশি ব্যতিক্রমী মহিলা পর্বত অভিযাত্রীদের জন্য এই বছর থেকে চালু করা হচ্ছে একটি নতুন পুরস্কার, যার নাম 'ছন্দা গায়েন সাহসিকতা পুরস্কার'।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১৪২ কোটি এবং ১৩০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই দুই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১৮০.৮০ কোটি এবং ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরেই তথ্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের ১১টি বৃহৎ সারাই, পুনর্নির্মাণ ও নতুন নির্মাণের কাজ হয় শেষ হয়েছে নতুবা শেষ হতে চলেছে।

'লোক প্রসার প্রকল্প' নামে একটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে ৩০,০০০ ফোক আর্টিস্টকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫,০০০ জন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের অভিনেতা ও কলাকুশলী 'মেডিক্যাল বেনিফিট স্কীমের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট জনেরা বিভিন্ন অ্যাকাডেমিতে বঙ্গবিভূষণ, বঙ্গভূষণ, রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার, নজরুল স্মৃতি পুরস্কার, দীনবন্ধু পুরস্কার, জ্ঞানপ্রকাশ পুরস্কার ইত্যাদিতে ভূষিত হয়েছেন।

এছাড়াও ডান্স ড্রামা ফেস্টিভ্যাল, মাটি উৎসব, নাট্যমেলা, বাংলা সংগীত মেলা, চিলড্রেনস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, টেলি অ্যাওয়ার্ড, পশ্চিমবঙ্গ চারুকলা উৎসব ইত্যাদি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। ২০১৪-এর নভেম্বর মাসে ২০ তম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের সরকার জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্রগুলির ডিজিটাইজেশন ও পুরোনো রূপে ফিরিয়ে আনার কাজ হাতে নিয়েছে।

আগামী অর্থবর্ষে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রভবনগুলির সংস্কার ও পুনঃনির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এবং জলপাইগুড়ির ডাবগ্রামে 'ইন্টিগ্রেটেড ফিল্ম সিটি' তৈরির কাজ ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরেই শুরু হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১৬৫.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৮ স্বরাষ্ট্র দপ্তর

৫৭টি নতুন থানা, তার মধ্যে ২০টি মহিলা থানা, ১৪টি উপকূলবর্তী থানা এবং পাঁচটি সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন তৈরি হয়েছে। ১০টি সুরক্ষিত পুলিশ স্টেশন বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৪টি এইরূপ নির্মাণ এই বছরেই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

''ইনটেলিজেন্স সারভাইলেন্স সিস্টেম''-এর অধীনে কলকাতার ২১৮টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে ৬২৪টি CCTV ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ৭১.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ''কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমি'' নির্মাণের কাজ পুরোদস্তুর শুরু হয়েছে।

কলকাতা পুলিশে আর্মস অ্যাক্টের অধীনে ওয়েব বেসড অথেনটিকেশন্ চালু করেছে। এছাড়াও ইন্টারসেপশন্ সিস্টেমে, মোবাইল VMS বোর্ড ইত্যাদি চালু করেছে।

রাজ্য পুলিশের কর্মীবর্গের জন্য 'প্রত্যাশা' নামে একটি আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণে সরকার বিনামূল্যে জমি দেবে। ৪৮,০০০ থেকে ৫৮,০০০ পুলিশকর্মীকে মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স স্কীম-এর আওতায় আনা হয়েছে।

স্টেট ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবোরেটরির আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন জমে থাকা কেসগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ মধ্যে সেই সংখ্যা ৭,০০০-এ নামিয়ে আনা হয়েছে। উল্লেখ্য এর মধ্যে ২,৮০০ সম্পূর্ণ নতুন কেসও আছে।

সালুয়ায় বছরে ১,২০০ জনের প্রশিক্ষণের ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশ ট্রেনিং স্কুল নির্মাণ এবং চারা (Charrah) তে ৪০০ জনের প্রশিক্ষণের ক্ষমতাসম্পন্ন সহযোগী পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ ২০১৫-১৬ সালেই শেষ হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ২৪৭.৬৭ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২৭৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৯ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর

রাজ্য সরকার ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ৬৪৯.৯০ কোটি ব্যয় করে 'ন্যাশনাল সাইক্লোন রিস্ক মিটিগেশন্ প্রোজেক্ট (ফেজ-২)' চালু করতে চলেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব-মেদিনীপুরের মতো সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা তিনটিতে এই প্রকল্পের অধীনে ১৫০টি 'সাইক্লোন-শেল্টার' নির্মাণ করা হবে।

দীঘা ও শঙ্করপুরের সকল HT এবং LT ইলেকট্রিক্যাল কেবল নেটওয়ার্ককে মাটির নীচে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে 'ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট'-এর আওতায় থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ২৭.৫০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২০ অগ্নিসুরক্ষা ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

২০১৪-১৫ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ২০টি নতুন দমকল কেন্দ্র খোলার এবং ১৫টি দমকল কেন্দ্রের সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বহুতল ভবনগুলির অগ্নিসুরক্ষার জন্য দুটি Bronto Sky Lift ব্যবহৃত হচ্ছে।

জমে থাকা Fire Safety Certificate এবং Fire License দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করতে একটি দ্রুতগতির সিস্টেমের দ্বারা কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ঐসব আবেদনগুলি অন্-লাইন ব্যবস্থায় আনার কাজও হচ্ছে।

GPRS-Technology-কে কাজে লাগিয়ে Fleet Management System দ্বারা কন্ট্রোলরুমের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৮৩.৭০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৯২.১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পরিকাঠামো

৪.২১ পানীয় জল / PHE দপ্তর

২০১৪-১৫ সালে ৬৩২.৯০ কোটি টাকার জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে, যার মধ্যে আছে ১০৪টি জলসরবরাহ পরিকল্পনা। জঙ্গলমহল এলাকায় ১৪১.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি জলসরবরাহ প্রকল্প চালু হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলায় ১০১১.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম দফার জলসরবরাহ ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ হয়েছে। JICA -র সাহায্যে পুরুলিয়াতে জলসরবরাহ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে আনুমানিক ১১৭৩.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুলপী এবং তৎসংলগ্ন মৌজাগুলির ভূপৃষ্ঠের জলসরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের কাজ চলছে ১৩৩২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং ১৫০.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে, হাওড়া জেলার বালি-জগাছাতেও ভূপৃষ্ঠের জলসরবরাহ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

পাঁশকুড়া-২নং ব্লকে ভূপৃষ্ঠের জল সরবরাহ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে ২৪১.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে, যা ১১২টি মৌজাকে উপকৃত করবে পূর্ব মেদিনীপুরে। নদীয়ার হরিণঘাটা ব্লকে ১১৮.৯০ কোটি টাকার একটি ভূপৃষ্ঠের জলসরবরাহ প্রকল্প, চাকদহ ব্লকে ১০১.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প এবং ২৯০.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায়ও ভূপৃষ্ঠের জলকে ব্যবহার করে জল সরবরাহ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

বাঁকুড়া, পঃ মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জেলাগুলিতে ৭০৪ টি সৌরশক্তি চালিত জলসরবরাহ প্রকল্প ৫১.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১,৩৩৬.৩২ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১,৪৭০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২২ পরিবহন

সরকার কোলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার সঙ্গে আসানসোল-দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি শহরের জন্য ৮৭৪টি নতুন বাস কিনেছে। রাজ্যের ট্যাক্সিগুলির যাত্রী প্রত্যাখ্যান সমস্যা মেটাতে ১০৭০০টি No-refusal Taxi নামাবার অনুমোদন দিয়েছে। নতুন ও পুরোনো বাসরুটে আরও ৫৬৫টি বাস চালানোর পারমিট দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পরিবহন সংস্থা অব্যবহার্য জমিগুলিকে মানুষের কাজে লাগাতে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে।

রাজ্যের দূরবর্তী শহর ও পর্যটন কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ বাড়াতে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আমরা এইভাবে ফিক্সড উইং এয়ারক্র্যাফ্ট এর মাধ্যমে কোলকাতা দুর্গাপুর-বাগডোগরা -কোচবিহার-কে যুক্ত করার কাজ হাতে নিয়েছি। আমরা বাগডোগরা এয়ারপোর্টের ATF-সেলস্ ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়ায় উত্তরবঙ্গে পর্যটকের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্ডাল-দুর্গাপুরে নতুন বিমান বন্দর গড়ে তোলার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৪০০.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৪৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৩ পূর্ত/সড়ক পরিকাঠামো

বিশেষভাবে BRGF এর সমস্ত ১৭১টি প্রকল্পের অধীনে ২০৮৬.৯৫ কিমি রাস্তাকে চওড়া ও শক্তপোক্ত করার কাজ এবং ১৮টি ব্রীজ নির্মণের কাজ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর মধ্যেই শেষ হবে। ভাসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের কাজ ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হবে।

কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-এ ভি.আই.পি. রোড ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ ৩১৩.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৫-র ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ হবে।

বাগনান, মিয়াপুর এবং ঝাড়গ্রামে রেল ওভার ব্রীজ নির্মাণের কাজ ২০১৫ এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হবে। আরও ১৮টি রেল-ওভার ব্রীজ নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। ৯টি 'পথের সাথী' এবং ৯৬টি 'টয়লেট-ব্লক' নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে। আরও ৯৯টি 'টয়লেট-ব্লক' নির্মাণের কাজও চলছে।

স্টেট হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন্ ৬৩৮.৭২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ডানকুনি থেকে কল্যাণী পর্যন্ত ভায়া মগরা চার লেনের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। ৫৭১.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে আদিসপ্তগ্রাম থেকে গুপ্তিপাড়া, বরজোড়া থেকে মেজিয়া, ঘটকপুকুর থেকে সরবেরিয়া এবং চণ্ডীতলা থেকে চাঁপডাঙ্গা ২-লেনের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

৬০০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নেপাল বর্ডার (কাকারভিটা) থেকে বাংলাদেশ বর্ডার (বাংলাবন্ধ) সংযোগকারী এশিয়ান হাইওয়ে-২ এর কাজ এবং ৯৭১.৪০ কোটি ব্যয়ে বাংলাদেশ বর্ডার (বুরিমারি) থেকে ভুটান বর্ডার (পাশাখা) সংযোগকারী এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

২২৫.৯৩ কোটি টাকা প্রস্তাবিত ব্যয়ে হাতনিয়া দোয়ানিয়া নদীর উপর 'হাইলেভেল মেজর ব্রীজ' নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবর্ষেই ১০৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল কমপেনসেটরী এন্ট্রি ট্যাক্স ফান্ডের অধীনে ৫৫৩ কিমি স্টেট হাইওয়ে চওড়া করা ও শক্তপোক্ত করার কাজ শুরু হয়ে যাবে।

২০১৫-এর মার্চ মাসের মধ্যেই ৬৪.৯৮ কোটি প্রস্তাবিত ব্যয়ে টাকা রোড (SH-2) থেকে হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ রোড সংযোগকারী ব্রীজ হাসনাবাদের কাটাখালী নদীর উপর নির্মাণ করার কাজ শুরু হবে।

P.W.D. (Roads) বিভাগের ২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১,১৭৪.৫১ কোটি টাকার এবং P.W.D. বিভাগের বরাদ্দের ৬০২ কোটি তুলনায় আমি পরবর্তী আর্থিক বছরে P.W.D. (Roads) বিভাগের জন্য ১,৪৮৪.৬০ কোটি টাকার এবং P.W.D. বিভাগের জন্য ৭১৪.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৪ ভূমি ও ভূমি সংস্কার

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে ৩০টি নতুন বিএলএ্যাণ্ডএলআরও/এসডিএ্যাণ্ডএলআরও অফিস চালু হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে ৯০টি রেকর্ড রুমের আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ হবে।

'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' (NGNB) প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ২.৩০ লাখ পাট্টা বিলি করা হয়েছে।

৩৪৫টি ব্লক অফিসে 'ওভার দ্য কাউন্টার সার্ভিস' (OTC)-এর মাধ্যমে রেকর্ড অব রাইটস (ROR)-র শংসাপত্র পাওয়ার ও জমির তথ্য জানার ব্যবস্থা করেছে।

ল্যান্ড রেকর্ডসের সঙ্গে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশনের সংযুক্তির কাজ রূপায়ণের পথে এবং ২০১৫-এর ৩০শে জুনের মধ্যেই এই সুবিধা হয়ে যাবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১০৫.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১১৫.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৫ বিদ্যুৎ ও **NES** বিভাগ

সার্বিক বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্যে তৈরি হওয়া 'সবার ঘরে আলো' প্রকল্পটি পুরোমাত্রায় চালু আছে।

১১টি BRGF জেলার কাজ ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হবে এবং বাকি ৭টি জেলার কাজ শেষ হবে ২০১৬-এর শেষ নাগাদ।

২০১১-১৪ সালে ৫২.৫৯ লাখ উপভোক্তাকে বৈদ্যুতিক কানেকশন দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ২০০ শতাংশ বেশী (২০০৮-১১ সালে ১৭.৬৫ লাখ)।

৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সেচ বন্ধু'-নামে একটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যার দ্বারা কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎকে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা ও পাম্প সেটগুলিতে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেডে ২৫০ MW থার্মাল পাওয়ার ইউনিটটি কাজ শুরু করেছে। সাগরদিঘী থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রতিটি ৫০০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট দুটি ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরেই চালু হবে। ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ২১০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন (ইউনিট নং ৫) ইউনিটটির পুনর্গঠনের কাজও শেষ হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে দার্জিলিং ২৯৩ MW ক্ষমতা সম্পন্ন, চারটি নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ অনুমোদন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ-বণ্টন বিভাগের অন্তর্গত মাথাভাঙা GIS এবং আলিপুরদুয়ারের উজানুতে ১৩২/৩৩ KV সাব্-স্টেশন এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ধরমপুর GIS এবং বিদ্যাসাগর পার্ক GIS-এ ২২০/১৩২ KV সাব্-স্টেশন ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরেই পুরোদমে কাজ শুরু করবে।

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন উদ্যোগের শুরু হিসেবে ৬৯.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর-দিনাজপুর জেলায় ১০ MW ক্যানাল ব্যাঙ্ক সোলার PV পাওয়ার প্রোজেক্ট ও তিস্তা ক্যানেল ফল্ স্টেজ II H.E. চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১,১৭৪.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১,২৯৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৬ নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক

২০১৪-১৫ সালে, প্রধান প্রকল্পগুলি, যেমন নজরুল তীর্থ (৪৫.৭০ কোটি টাকা), ইকো ট্যুরিজম পার্ক ফেজ-৩—এ ইকো আইল্যাণ্ড (৬.৬৭ কোটি টাকা), পথচারীদের জন্য আণ্ডারপাস (৪.৭৬ কোটি টাকা), তৃতীয় বাগজোলা সেতু (৬.০৩ কোটি টাকা), বারুইপুর

পুরসভায় ভূপৃষ্ঠের জল সরবরাহ (১৪.৪৭ কোটি টাকা), গেঁওখালিতে ২৫ MGD ক্ষমতাসম্পন্ন জল সংশোধন কেন্দ্র, এবং রায়চকে সতীশ সামন্ত হলদিয়া বাণিজ্য কেন্দ্র সম্পূর্ণ হয়েছে।

নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অধীনে ১০টি কমিউনিটি বাজার এবং সোলার সিটি প্রজেক্ট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

বোলপুরে স্মার্ট টাউনশিপ গড়ার জন্য শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে ১২৯ একর জমি দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সহযোগিতায় ৩০০.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মিলেনিয়াম পার্কে আইকনিক জায়ান্ট হুইল স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করবে ব্রিটেন-ভিত্তিক একটি কোম্পানি 'সান কনসালট্যান্ট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট'।

রাজ্য সরকার একটি নতুন নগরায়ণের পলিসি গ্রহণ করে উদ্যোগপতিদের আহ্বান করেছে নতুন নগর নির্মাণের ও সেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষের পর্যাপ্ত বাসস্থান নির্মাণ ও উন্নয়ণকেন্দ্র গড়ে তুলতে। ৭৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ২২টি নতুন নগরায়ণের প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে ১৫টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, সরাসরি ৩২,৭৩৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে হুগলি জেলার ৬টি পুরসভায় মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যাল টাউন, উত্তরপাড়া-কোতরং ও খড়দা শহরে মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট ওয়াটার প্রকল্প শুরু হবে।

২০১৪-১৫ সালে বুনিয়াদপুরে একটি নতুন মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়েছে। গতবছরে হরিণঘাটা মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা, বীরভূমের মল্লারপুর, হাওড়ার বালি (পশ্চিম) এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট-মেচেদা-তে ৪টি আরো নতুন মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

১১৭টি আরবান লোকাল বডি জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি জন পরিষেবার জন্য ই-গভর্নেন্স সিস্টেম চালু করেছে।

১০টি শহরে প্রথম দফায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট শহুরে গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় নির্মাণ করা হবে।

কোলকাতা পুরসভায় জল-সরবরাহ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক সাহায্যপ্রাপ্ত কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে (KEIIP) ফেজ- II তে ৩,৪২০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১,৫৮৫.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১,৮৯৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৭ আবাসন

'গীতাঞ্জলী' ও 'আমার ঠিকানা' স্কীমে মোট ৬১,০৫২টি বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে আরো ৬০,০০০ টি বাড়ী নির্মিত হবে।

মহিলা কর্মীদের সুবিধার জন্য কলকাতায় ৫টি হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রোগীর আত্মীয়দের রাত্রিযাপনের জন্য ৩টি 'রাত্রিনিবাস' নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে।

যাত্রীসাধারণের সুবিধার জন্য জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে ১২টি 'পথ সাথী' নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ১৫টি 'পথ সাথী' নির্মাণের কাজ ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরেই শেষ হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৭০০.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৭৮৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

অনগ্রসর শ্রেণীকে ক্ষমতা প্রদান

৪.২৮ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১৪-১৫ সালে, ২৩ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হবে। মে, ২০১১ থেকে ধরলে এই সংখ্যাটি ৮০ লক্ষে পৌঁছাবে। এখন পর্যন্ত, ২.১৪ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়ার জন্য ৬১.৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২৭৯টি হোস্টেল বানানোর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, এর ফলে ২০,০০০ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১৬টি জেলার ১৫১টি ব্লকে, ১,১২৬ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কলকাতা-সহ রাজ্যের সমস্ত জেলায় ২০টি সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৫টি ভবন ইতোমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। কৃষক ও কারিগরদের স্বনিযুক্তি ও বিপণনের সুবিধার জন্য ১২৩টি মার্কেটিং হাব তৈরির কাজ চলছে। ৯৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউ টাউনে তৃতীয় 'হজ হাউস'-এর নির্মাণ কার্য চলছে।

যেসব অঞ্চলে ১০% এরও বেশি মানুষ উর্দু, নেপালি, হিন্দি, ওড়িয়া, সাঁওতালি ও গুরুমুখি ভাষায় কথা বলে সেখানে ঐ সকল ভাষাকে সরকারী ভাষা রূপে ব্যবহার করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

২৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউ টাউনে আলিয়া ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস এবং K.I.T. বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে। উর্দু একাডেমীর পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং আসানসোল ও ইসলামপুরে উর্দু কালচারাল সেন্টার তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

যেখানে মে, ২০১১ পর্যন্ত ৭.৪৩ কোটি টাকায় মাত্র ৬১টি কবরস্থানের —পাঁচিলের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, গত তিন বছরে আমরা ৯৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১, ৮৭০টি পাঁচিলের নির্মাণ কাজ হাতে নিয়েছি।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১,৭৩৭.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২,০৩৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৯ অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ

স্যার, ১৪ লক্ষেরও বেশী পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রী 'শিক্ষাশ্রী' নামে একটি নতুন বৃত্তিপ্রদানের পরিকল্পনা থেকে উপকৃত হবে।

জাতি বিষয়ক শংসাপত্র প্রদানের জন্য অন-লাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ৫৫টি মহকুমায়। বর্তমান আর্থিক বর্ষে প্রায় ১২ লক্ষ তপশিলি জাতি/উপজাতির শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার পেনশন প্রকল্পের অগ্রগতির জন্য প্রায় ১.৩২ লক্ষ তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষকে বার্ধক্যভাতা দেওয়ার আওতায় এনেছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁতে কবিগান আকাদেমির নতুন বাড়িটি ২০১৫-১৬ সালেই তৈরি হয়ে যাবে, আশা করা যাচ্ছে।

কম্পিউটার, 'নিউ এজ সিকিউরিটি গার্ড', 'প্লাস্টিক এঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নোলজি' এবং 'হসপিটালিটি' ও 'রিটেল' ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পে ৫০০০ প্রার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আরও ১০,৭০০ জন সুবিধাপ্রাপকের জন্য এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩,৩৫৪টি তপশিলি জাতি ও ১,১৫৯টি তপশিলি উপজাতি প্রার্থীর শূন্যপদ পূরণের জন্য 'বিশেষ নিয়োগ উদ্যোগ' নেওয়া হয়েছে।

'মায়েল লিয়াং লেপচা বোর্ড' এবং 'তামাং উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষৎ' গঠিত হয়েছে। এই বোর্ডগুলি যাতে যথাযোগ্যভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার শেরপাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক কালচারাল বোর্ড স্থাপন করা স্থির করেছে।

এই বছরে, তপশিলি উপজাতির নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদেরকে ৭৪,০০০ বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৩৭৭.৬৬ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৪৩৮.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

২৪,৬৫৭ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সদস্য ও শিল্পোদ্যোগী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

'মুক্তিধারা' প্রকল্প পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রসারিত হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে ২৩৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৩৬০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে'র (SVSKP) অধীনে ২২,৪৪৯ জন শিল্পোদ্যোগীকে ৫৯৮.৪২ কোটি টাকার ব্যাঙ্কঋণ দেওয়া হয়েছে যার ফলে ৫০,০০০ এরও বেশী কর্মসংস্থান হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্পে'র (WBSSP) অধীনে ১,৪৫,৯২১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২৫.২৫ কোটি টাকা ভর্তুকি হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

কলকাতা ও ১৮টি জেলায় রাজ্য স্তরের সবলা মেলা - ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধবডিহি ও খণ্ডঘোষে ২টি 'কমতীর্থে' স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্য ও শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে স্টল বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৩০৫.৩০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৪০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন উন্নয়ন

৪.৩১ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

হাতিঘিষা, নকশালবাড়িতে হিন্দি কলেজ, ঘোষপুকুর, ফাঁসিদেওয়াতে সাধারণ ডিগ্রি কলেজ এবং শিলিগুড়ির খড়িবাড়িতে আই টি আই নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। নক্সালবাড়ি ও খড়িবাড়িতে পানীয় জল প্রকল্পের কাজ এবং শিলিগুড়ি পৌর এলাকায় কঠিন বর্জ্য নিষ্কাষণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের উন্নতির কাজ শেষ হয়েছে। ইস্টার্ণ বাইপাস ধরে জলপাইগুড়িকে শিলিগুড়ির সঙ্গে সংযোগ করতে বিকল্প একটি রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৫.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ির সালুগড়ায় তৃণভোজী প্রাণীদের সাফারি প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। ৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে জটেশ্বরে লীলাবতী কলেজ, ৩.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে হাসিমারা হিন্দি গার্লস্ স্কুলের হোস্টেল নির্মাণ, ৬৬৬.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বংশীধরপুর, কালীপুর, কাদম্বিনী টি গার্ডেন, রায়চেঙ্গা ও ফালাকাটায় জল সরবরাহ প্রকল্প, ৮৪০.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আন্দু বস্তি মোড় থেকে দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি পর্যন্ত ৮.২ কিলোমিটার রাস্তা চওড়া করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কোচবিহারে অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

মেখলিগঞ্জ কমিউনিটি হলের নব রূপায়ণ, হলদিবাড়িতে কলেজ ও একরামিয়া ইসালে সওয়াব মাজার শরীফ (হুজুর সাহেব), শালবাড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে মরা রায়ডাক নদীর উপরে ব্রিজ এবং দেওয়ানহাট ও বক্সিরহাট কলেজের নির্মাণের কাজ ২০১৪-১৫ সালেই হাতে নেওয়া হয়েছিল।

রায়গঞ্জে রবীন্দ্রভবন, ইসলামপুরে হাসখালি ব্রীজ, বালুরঘাটে নাট্য একাডেমী, গঙ্গারামপুরে মার্কেট কমপ্লেক্স এবং বালুরঘাটে বৈদ্যুতিক শ্মশান চুল্লীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৯৮.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মালদার মানিকচকে ভূতনি ব্রিজের নির্মাণ, মালদা মেডিক্যাল কলেজের উন্নতিকরণ, ইংলিশবাজার পুরসভার নিকাশী নালা ব্যবস্থা এবং মালদা সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ সালে আলিপুরদুয়ার বাস টার্মিনাস নির্মাণ, আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ খয়েরবাড়ি অরণ্যের উন্নয়ন, রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে LED আলো লাগানোর ব্যবস্থা, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙায় পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউশনের নির্মাণ কাজ, দোমোহিনী ঝিলের সৌন্দর্যায়ন, জলপাইগুড়িতে স্পোর্টস ভিলেজ (দ্বিতীয় ফেজ), জলপাইগুড়ির চালসায় ট্যুরিস্ট রিসর্ট, পাণ্ডিম খইরানি ও সুকনা ফরেস্ট ভিলেজের উন্নয়ন, শিলিগুড়িতে পাহাড়িয়া ভবনের নির্মাণ, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে নতুন জেনারেল ডিগ্রি কলেজের নির্মাণ, ইসলামপুরে বৈদ্যুতিক শ্মশানচুল্লি ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে নতুন ল কলেজ ও মার্কেট কমপ্লেক্স ও বুনিয়াদপুরে বাস স্ট্যাণ্ড, মালদা জেলার চাঁচলে নতুন স্টেডিয়াম ও মালদা কালেকটরেট বিল্ডিংয়ের সামনে ভূগর্ভস্থ পার্কিং ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৩৭৫.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৪৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩২ সুন্দরবন উন্নয়ন

১৬৮.৪৭ কিমি ইঁট বেছানো রাস্তা, ১৮.৮৫ কিমি পীচরাস্তা ও ২৯.০৫ কংক্রিটের রাস্তা এবং ২০টি RCC জেটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

মৃদঙ্গভঙ্গ নদীর উপর দিয়ে RCC ব্রীজ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে যা মথুরাপুর-২ ও পাথর প্রতিমা ব্লককে সংযুক্ত করেছে।

এবছর আরো ৭টি ব্রীজ তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে ১৯,০০০ বাই-সাইকেল বিলি করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ সালের মধ্যেই ৪৮০ কিমি রাস্তা, ৩০টি RCC জেটি এবং ৫টি ব্রীজ নির্মাণের কাজও শুরু হবে।

২০১৫-১৬ সালে ৭১,০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে কৃষিপণ্যের বীজ, জৈবসার ও কৃষির উপযোগী যন্ত্রসামগ্রী বন্টনের কাজ শুরু হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৩০০.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৩৭০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

শিল্প : ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ

৪.৩৩ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্রশিল্প

২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত যেখানে MSME ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণ ছিল ১৪,৫৫৭ কোটি টাকা, সেখানে ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪-র মধ্যে ব্যাঙ্কঋণ ৪০,৭১৩ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে ২০১১ সালে যেখানে রাজ্যে ৫৪টি MSME ক্লাস্টার ছিল সেই জায়গায় এখন তা ২১৫-তে দাঁড়িয়েছে। Artisan Identity Card ইতিমধ্যেই বেড়ে ৩৩,৮৫২ থেকে ৫,৪২,৯০৯ হয়েছে আর Weavers ID Card শূন্য থেকে ৫,৩১,০৭৫ হয়েছে।

MSME এবং টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য ২১৫টি ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্টের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

MSME উদ্যোগীদের হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিলিগুড়ি, হাওড়া ও মালদা জেলায় তিনটি অঞ্চল-ভিত্তিক 'সিনার্জি কনক্লেভ' সফলভাবে পালিত হয়েছে।

কলিকাতা এয়ারপোর্ট, দক্ষিণাপণ, রাজারহাটে এবং কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশ্ববাংলা শো-রুম চালু করা গেছে। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট, এসপ্ল্যানেড এবং নিউদিল্লীতে আরও তিনটি শো-রুম শীঘ্রই চালু হবে।

বিশ্ববাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন্ (BBMC) একটি আমব্রেলা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত হয়েছে।

২০১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ফুলিয়ায় 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি'র কাজ শুরু হয়েছে। ৯৭,০০০ তন্তুবায়ী ও তাদের সহযোগী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

একটি 'স্কীম অফ্ অ্যাপ্রুভ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (SAIP) চালু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ২০০ কোটি টাকার একটি 'ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড' তৈরি করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া ও বর্ধমানে জমির ক্ষেত্রে দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য (UCC) 'ইউনিক ক্লিয়ারেন্স সেন্টার' স্থাপিত হয়েছে।

সকল MSME উদ্যোগীদের আইনি কাজকর্ম ও সরকারি সুযোগসুবিধা সহজে পাওয়ার জন্য ৫ টি জেলায় এক-জানালা ব্যবস্থা চালু করার জন্য MSME ফেসিলিটেশন্ সেন্টার (MFC) চালু করা হয়েছে।

আমি প্রস্তাব রাখছি যাতে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় MFC চালু করা যায়।

NFM -এর অধীনে প্রতিটি ২.৮০ কোটি টাকা প্রকল্প মূল্যের মোট ২৫টি ''কর্মতীর্থ'' প্রকল্প রাজ্যের ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলায় চালু করা হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে ৫০ একর জমির উপর 'বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার' নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। জলপাইগুড়ির বানারহাটে তৈরি হওয়া 'ইকো-ট্যুরিজম্ পার্ক' শীঘ্রই চালু হবে। মালদায় একটি 'সিল্ক পার্ক' এবং সল্টলেক/ রাজারহাটে একটি 'অ্যাপারেল অ্যান্ড টেক্সটাইল হাব' ২০১৫-১৬ সালের মধ্যেই শুরু হবে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৫৩৬.২৮ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৬১৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৪ বৃহৎ শিল্প

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সাপোর্ট ফর ইন্ডাস্ট্রিস স্কীম—২০১৩, গঠনের মাধ্যমে রাজ্য বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থাগুলিকে একটি আকর্ষণীয় বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর পরিদর্শন কালে নগরায়ন, উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, টেক্সটাইলস্, আই-টি এবং অসামরিক বিমান পরিষেবার মতো ১৩টি বাণিজ্যিক চুক্তি (B2B) স্বাক্ষর করেছেন।

২০১৫'র ৭ই ও ৮ই জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ''দি বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-২০১৫''-এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ঐ সামিটে আমাদের রাজ্য

২,৪৩,১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে। ২০টির মতো দেশ এতে যোগদান করে, আমাদের রাজ্যে প্রশ্নাতীত বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

আমরা গোয়ালতোড়, হরিণঘাটা ও হলদিয়ায় তিনটি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছে। OCL, Xpro India Ltd., IFB Agro Industries, Utkarsh Tube & Pipes, Bengal Beverages-এর বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলি ২০১৪-১৫ সালে তাদের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে।

রাজ্য সরকার চর্ম শিল্পের উন্নতির স্বার্থে বানতলাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরটি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

রাজ্য সরকার WBTDCL -এর অধীন পাঁচটি চা-বাগানকে পুনরায় উজ্জীবিত করতে, তাদের বেসরকারী সংস্থার অংশীদারিত্বে নিয়ে আসার কাজ সফলভাবে শেষ করেছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ৫৯৪.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৬৫৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পরিষেবা

৪.৩৫ পর্যটন বিভাগ

পর্যটন বিভাগে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ২০১০-১১ সালের ১১.৫৭ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৪-১৫ সালে ২২৩ কোটি টাকা হয়েছে।

এবছর নতুন 'ট্যুরিজম ইনসেনটিভ পলিসি ২০১৫' নামে একটি নতুন পর্যটন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইকো-ট্যুরিজম, হোম-ট্যুরিজম ও চা ট্যুরিজমও এই পলিসির আওতায় আসবে।

গাজলডোবা মেগা ট্যুরিজম্ প্রোজেক্ট, ঝাড়খালি ইকো-ট্যুরিজম্ প্রোজেক্ট, সবুজদ্বীপ ইকো-ট্যুরিজম্ প্রোজেক্ট এবং ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির হেরিটেজ প্রোজেক্টের মতো উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

পর্যটনের উন্নতির জন্য অনেক নতুন প্রকল্প যেমন পুরুলিয়া জেলার বাসস্থানের সমস্যার উন্নতি, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার গৃহবাসের সুযোগ সৃষ্টি, দাজিলিং জেলার রয়-ভিলার উন্নতি, মুকুটমণিপুরকে ঘিরে সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নতি ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ২২৩.০০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ২৫৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৬ তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স

৮টি আই.টি পার্ক—শিলিগুড়ি ২য় পর্যায়, দুর্গাপুর ২য় পর্যায়, আসানসোল, বরজোরা, রাজারহাট, খড়গপুর, বোলপুর এবং পুরুলিয়াতে ২০১৫-১৬ সালে সম্পূর্ণরূপে চালু হয়ে যাবে। কেবলমাত্র এই আই.টি পার্কগুলি একাই ২০,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। মালদা, হাওড়া, হলদিয়া, কল্যাণী, কৃষ্ণনগর, তারাতলা এবং বাণতলাতে অনুরূপ আরও ৭টি আই.টি. পার্কের নির্মাণকার্য শীঘ্রই শুরু হবে।

ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাসটার (EMC) নৈহাটি এবং ফলতাতে ইতিমধ্যেই অনুমোদন পেয়ে গেছে। সোনারপুর হার্ডওয়্যার পার্ক ২০১৫-১৬ তে চালু হবে।

Nasscom এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ১০,০০০ প্রাথমিক পণ্যাগার বা গুদামঘর তৈরী এবং Microsoft Centre of Excellence তথ্য ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। আই.টি. এবং Electronics Sector ২০১৫-১৬ সালের শেষে প্রায় দু'লক্ষ পেশাদারকর্মীদের কর্মসংস্থান করবে।

e-district, the Mission mode G-2-C project যা এতদিন দু'টি জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে পরিষেবা চালু করবার জন্য দেখা হচ্ছিল, তা ২০১৫-১৬ তে সব জেলাতেই চালু করা হবে। জেলা, ব্লক এবং সাবডিভিশনগুলিতে WBSWAN বর্ধিত করার কাজ ২০১৫-১৬ র মধ্যেই শেষ হবে।

উঃ এবং দঃ ২৪ পরগণা জেলার E-Office, দার্জিলিং জেলাশাসকের অফিসে Document Management System (DMS) এবং প্রধান প্রকল্পগুলি যেমন Integrated Finance Management System (IFMS), কন্যাশ্রী, RFID-র সাহায্যে ট্যাক্সির ওপর নজরদারি করা ইত্যাদি এ সবই এখন চালু করা হয়েছে।

কল্যাণীতে The Indian Institute of Information Technology তাদের পাঠক্রম এ বছর ৫০টি ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু করেছে।

২০১৪-১৫ সালের বরাদ্দের ১২৬.৭০ কোটি টাকার তুলনায় আমি এই বিভাগের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ১৬৪.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় সদস্যগণ,

আমাদের রাজ্য গর্ব করতে পারে যে, এই রাজ্যেই আছে সব চেয়ে আধুনিক বাণিজ্য কর প্রশাসন। সমস্ত রাজ্যের মধ্যে 'CSI-নিহিলেন্ট-ই-গভর্নেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৩-১৪' এবং জাতীয়স্তরে 'এক্সিলেন্স ইন গভর্ননেন্স' ২০১৪-য় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

৫.১ VAT-এর সীমা বৃদ্ধি

স্যার, VAT প্রদানের জন্য বার্ষিক টার্নওভারের সীমা এখন ৫ লক্ষ টাকা। আমি প্রস্তাব করছি ৫ লক্ষ টাকার সীমাকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হোক। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ২০,০০০-এর বেশী ছোট ব্যবসায়ী VAT থেকে ছাড় পাবেন।

৫.২ রেজিস্ট্রেশনের জন্য এ্যামনেস্টি স্কিম

স্যার, আমরা উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও কিছু বড় ডিলার এখনও VAT-এর সীমানার বাইরে রয়েছেন। এর মূল কারণ হল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও পুরোনো ট্যাক্সের বোঝা। আমি ডিলারদের জন্য একটি আকর্ষণীয় এ্যামনেস্টি স্কিম (Amnesty Scheme) চালু করার প্রস্তাব করছি, যাতে তাঁরা কোনওরকম সুদ ও পেনাল্টি ছাড়াই বিগত বছরগুলির জন্য সেল্‌ফ ডিক্লেয়ার্ড টার্নওভারের উপর কম ট্যাক্স প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। এই প্রকল্পটি ০১.০৪.২০১৫ থেকে ৩১.০৭.২০১৫ পর্যন্ত চালু থাকবে।

৫.৩ সেট্‌লমেন্ট অফ ডিসপিউট স্কিম

স্যার, ডিলারদের পুরোনো করের দায়গুলি থেকে তাদেরকে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে, ও পড়ে থাকা কেসগুলি কমিয়ে আনার জন্যে, আমি প্রস্তাব করছি একটি আকর্ষণীয় সেট্‌লমেন্ট অফ ডিসপিউট স্কিম। এই প্রকল্পে ২০১০ পর্যন্ত শেষ হয়ে যাওয়া সমস্ত কেসগুলি, যেগুলি ৩১শে জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত আপীল অথবা রিভিসনে পড়ে আছে, একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা দিলেই বাকি সমস্ত সুদ ও পেনাল্টি মকুব করে দেওয়া হবে। এই ধরনের রিলিফের জন্য দরখাস্ত করার শেষ দিন হবে ৩১শে জুলাই, ২০১৫।

৫.৪ VAT অডিট থেকে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদেরকে (MSME) অব্যাহতি

স্যার, ডিলারদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট দ্বারা অডিট রিপোর্ট পেশ করতে হয়। স্যার, রাজ্যে MSME-ও ছোট ডিলারদের বিকাশে সহায়তা করার জন্য আমি এই ঊর্ধ্বসীমা ৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করছি। আমি আরও প্রস্তাব করছি যে যাদের বার্ষিক টার্নওভার ১০ কোটি টাকা থেকে কম তাদেরকে সেলফ অডিট স্টেটমেন্ট দিতে হবে না।

৫.৫ কর নির্ধারণে সরলীকরণ

বিপুল পরিবর্তনের জন্য অ্যাসেসমেন্টের (Assessment) সংখ্যা যেটা ২০১১-১২ ছিল ১,৭৩,৫৮৮, সেটা ২০১৩-১৪ সালে নেমে এসেছে ৪০,৪৯৩ — ৩০০% কমেছে।

আমি এখন প্রস্তাব করছি যে, কোন অ্যাসেসমেন্ট অর্ডারে ২০,০০০ টাকার বেশি দাবি হলে করদাতাকে সেই অর্ডারের বিষয়ে বক্তব্য জানানোর সুযোগ না দিয়ে চুড়ান্ত অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার দেওয়া যাবে না। এতে মামলার সংখ্যা কমবে আর করদাতাও ছাড় পাবেন।

স্যার, বর্তমান চালু পদ্ধতিতে একটি আপিল পিটিশান নিষ্পত্তির পরে সেটা অ্যাসেসিং অফিসারের কাছে আবার প্রসেসিংয়ের জন্য ফেরত যায়। আমি প্রস্তাব করছি যে সরাসরি অ্যাপেলেট অথরিটি অর্ডারের সঙ্গেই দাবির নোটিশ দিতে পারবেন।

৫.৬ দ্রুত ট্যাক্স ফেরত

আমরা সরকারে আসার আগে VAT রিফান্ডের জন্যে সময় লাগত ৮ থেকে ১০ মাস, যা কমিয়ে ১ মাস করতে পেরেছি। এর ফলে প্রি-অ্যাসেসমেন্ট রিফাণ্ডের ক্ষেত্রে ৮ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি ঘটেছে। টাকার মূল্যে বৃদ্ধি হয়েছে ১৪ গুণ। রিফাণ্ডের ক্ষেত্রে এটি একটি নজিরবিহীন সাফল্য।

এখন আমি আরও প্রস্তাব করছি, এ্যাসেসমেন্টের আদেশ বেরনোর একমাসের মধ্যে রিফাণ্ড অনুমোদন করা হবে এবং ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত পেন্ডিং কেসগুলির সমাধান করতে হবে।

৫.৭ প্রি-অ্যাসেসমেন্ট ফেরতের সুযোগ বৃদ্ধি করা

ডিলারদের রপ্তানীর টার্নওভার ও ইন্টারস্টেট টার্নওভার একত্রে মোট টার্নওভারের ৫০% অতিক্রম করলে তারা প্রি-অ্যাসেসমেন্ট ফেরত পান না। আমি প্রস্তাব করছি, প্রি-অ্যাসেসমেন্ট ফেরতের সুবিধা এইসব ডিলারদেরকেও এখন থেকে দেওয়া হবে।

৫.৮ সহজ বৃত্তিকর রেজিস্ট্রেশন

স্যার, VAT রেজিস্ট্রেশনের জন্য অন-লাইন দরখাস্ত জমা দিতে গেলে বৃত্তিকরের রেজিস্ট্রেশন এখন দরকার হয়। আমি প্রস্তাব করছি, এই দুটি পদ্ধতিকে একটি সংযুক্ত অন-লাইন পদ্ধতির মাধ্যমে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া, যার ফলে একজন ডিলার একই সঙ্গে বৃত্তিকর রেজিস্ট্রেশন ও VAT রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করছি, ডিলারদের নতুন VAT রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে অন-লাইনে জমা দেওয়া আবেদনপত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অনুমোদন করা হবে।

৫.৯ মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনা

স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপেলেট অ্যাণ্ড রিভিসনাল বোর্ড-এর অধীনে পুরোনো জমে থাকা কেসগুলি কমিয়ে আনার জন্য, আমি প্রস্তাব করছি, এই বোর্ড-এর কাছে থাকা ১ কোটি টাকা পর্যন্ত দাবির কেসগুলিকে ফাস্ট ট্র্যাক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটির কাছে পাঠানো হবে।

৫.১০ বৃত্তিকরের কাঠামোর সঙ্গে বাণিজ্যিক করের সংযোগ সাধন

স্যার, গতবছরে ট্যাক্সের বিভিন্ন ধাপ আরও সরল করার জন্য ১০০টি ধাপ থেকে কমিয়ে মাত্র ৪টি ধাপে নামিয়ে আনা হয়েছিল।

এবার আমি প্রস্তাব করছি, প্রফেশন ট্যাক্স বিভাগ বাণিজ্যকর বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করার। এই সংযুক্তির ফলে এখন দুটির বদলে মাত্র একটি ট্যাক্স অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৫.১১ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অন্ ডিউটি ক্রেডিট স্ক্রিপস

স্যার, ডিউটি ক্রেডিট স্ক্রিপস-এর উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের অনুমতি শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদেরকেই দেওয়া হয়। রাজ্য থেকে রপ্তানিকে সাহায্য করার জন্য এই সুবিধা উৎপাদনকারীদেরকেও দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব করছি।

৫.১২ স্ট্যাম্প শুল্কে ছাড়

স্যার, এখন যে সমস্ত সম্পত্তির মূল্য ৩০ লক্ষ টাকার বেশী সেগুলি রেজিস্ট্রির সময় অতিরিক্ত ১% স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করতে হয়। আমি এই ৩০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৪০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তির মালিকদেরকে ৭% -এর পরিবর্তে এখন ৬% স্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হবে।

৫.১৩ শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি

স্যার, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন এ্যাসিস্ট্যানস স্কিম'- ৩১.০৩.২০১৫ তে শেষ হয়ে যাবে। তাই আমি এই প্রকল্পটিকে আরও এক বছরের জন্য ৩১.০৩.২০১৬ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করছি।

৫.১৪ চা বাগানে সেস্ ছাড়

চা শিল্পের জন্য প্রাইমারি এডুকেশন সেস্ ও রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেস্ অব্যাহতি প্রদান ৩১.০৩.২০১৫ তারিখে শেষ হচ্ছে। আমি এই ছাড়টিকে ৩১.০৩.২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

৫.১৫ চা-বাগানের জন্য করের সুবিধা

উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবিকা অনেকটাই চা-শিল্পের উপর নির্ভরশীল। আমি প্রস্তাব করছি যে, ৩১.০৩.২০১৫ অবধি কৃষি আয়কর এবং দুটি সেসের উপর চা বাগানগুলির

দেয় বকেয়া সুদ মকুব করার। এই সুবিধা নেওয়ার জন্য চা বাগানগুলিকে ০১.০৪.২০১৫ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষি আয়কর ও দুটি সেসের সমস্ত মূল বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।

৫.১৬ সংগীতের আসরের জন্য বিনোদন করের সুবিধা

স্যার, সংগীতের আসর, ম্যাজিক প্রদর্শনী ও নৃত্য ও অন্যান্য কিছু সিনেমা-ব্যতিত বিনোদনের কর ছাড় ছিল ৬০ টাকা পর্যন্ত টিকিটে। আমি এই সীমা ৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা পর্যন্ত প্রমোদকর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

৬

নতুন উদ্যোগ

৬.১ ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ

গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা বহুদূর থেকে স্কুলে আসতে সমস্যায় পড়ে। দরিদ্র পরিবারগুলি যাতায়াতের খরচ বহন করতে পারে না। এরফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অষ্টম শ্রেণীর পর থেকে স্কুল ছুট-এর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

এই সমস্যা নজরে রেখে আমরা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ইতিমধ্যেই দু'বছরে আমরা প্রায় ৫ লক্ষ সাইকেল দিয়েছি।

এখন আমি প্রস্তাব করছি, আগামী দু'বছরের মধ্যে রাজ্যের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত মোট ৪০ লাখ ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল বিতরণ করা হবে।

৬.২ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সহায়তা প্রদান

রাজ্যে মোট ৬৫ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি আছে। তার মধ্যে মাত্র ৩৯ লক্ষ হেক্টর জমি সেচসেবিত। ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় চাষীদের উৎসাহিত করতে আমরা একটি নতুন স্কীম আনতে চলেছি।

এই স্কীমের আওতায়, সারা রাজ্যে ১০,০০,০০০ পাম্প বসানোর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে।

এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যের অতিরিক্ত ২০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের সুবিধা পাবে।

৬.৩ কন্যাশ্রী বৃত্তির বর্ধিতকরণ

স্যার, আমি বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি যে কন্যাশ্রী প্রকল্পে আমরা অভাবনীয় ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য আনতে পেরেছি। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আমি কন্যাশ্রী বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা করার প্রস্তাব দিচ্ছি। এই বৃদ্ধির ফলে কন্যাশ্রী প্রকল্পের বার্ষিক অনুদান বেড়ে দাঁড়াবে ৮৫০ কোটি টাকা।

৬.৪ স্বনির্ভরগোষ্ঠীর প্রগতি আরো শক্তিশালী করা

স্যার, রাজ্যের ৯০% স্বনির্ভরগোষ্ঠীই মহিলা সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত। সরকার এই খাতে ঋণ বৃদ্ধি করে, ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে এবং 'কর্মতীর্থ'-এর মতো খোলা বাজারে বিপণনের সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়াও 'মিড-ডে-মিল' তৈরী করা, স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করা ইত্যাদি প্রকল্পে তাদের আরও বেশি করে নিযুক্ত করে স্বনির্ভরগোষ্ঠী (SHGs) কর্মধারাকে সুরক্ষিত করেছে। এই গোষ্ঠীর স্বার্থে পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে শুরু হওয়া 'মুক্তি ধারা' প্রকল্পটি সাফল্য লাভ করেছে।

আমি রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অনুন্নত অন্যান্য জেলা—বাঁকুড়া, বীরভূম, দঃ দিনাজপুর, কোচবিহার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাকেও 'মুক্তি ধারা' প্রকল্পের আওতায় আনতে আরও ১০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল তৈরির প্রস্তাব রাখছি। প্রস্তাবিত এই ১০০ কোটি টাকার সহায়তা আরও ৯০০ কোটি টাকা ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দেবে। ফলে সম্মিলিত অর্থ দাঁড়াবে ১,০০০ কোটি টাকা।

৬.৫ অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্ড, 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' প্রদান

এরাজ্যে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা এখন প্রায় ১.৫ কোটির মতো। এদের মধ্যে ৭২ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিক সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা স্কিমের আওতায় আছেন। তারমধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিককে 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (স্মার্ট কার্ড) দেওয়া হয়েছে। আমরা উপরোক্ত ১.৫ কোটি অসংগঠিত শ্রমিককেই সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা স্কিমের আওতায় এনে 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (স্মার্ট কার্ড) ইস্যু করবো।

৬.৬ পরিবহন কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ

রাজ্যে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক আছেন যাঁরা পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন কর্মী সামাজিক সুরক্ষা স্কীমের আওতাভুক্ত।

মাননীয়া মুখমন্ত্রী, এই শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে — পরিবহন কর্মীদের জন্য মাসিক ১৫০০ টাকা পেনশন; মাসিক ৭৫০ টাকা ফ্যামিলি পেনশন; ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা; ২৫,০০০ টাকার বিবাহ ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা (দু'বার) এবং মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা দেওয়ার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন।

৬.৭ অচিরাচরিত শক্তিকে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ

স্যার, রাজ্যে সৌর এবং বায়ু শক্তির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

এই শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্রীন এনার্জি ইকুইপমেন্ট নির্মাণ সংস্থাগুলিকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন স্কীম, ২০১০-এর আওতায় সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব করছি। যেসব সংস্থাগুলি এই ধরনের শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, তাদের ১০ বছর ধরে ১০০% ভ্যাট মকুব করারও প্রস্তাব করছি।

৭

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ও এই মহতী সদনের সকল মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আমি ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের বিশেষ পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত করছি। আমি রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ৪৯,৫০৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বিগত বছরের থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসংস্থানকে আমরা উন্নয়নের প্রাণস্বরূপ মনে করি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই অর্থবর্ষে আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে ১৬,০৬,০০০টি কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে পেরেছি। আগামী অর্থবর্ষে (২০১৫-১৬) আরও ১৭.৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে এই বাংলাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে আমি শেষ করতে চাই কাজী নজরুল ইসলামের একটি অসাধারণ রচনা দিয়ে :

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।।

আর্থিক বিবরণী, ২০১৫-২০১৬

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৫-২০১৬

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৩-২০১৪	বাজেট, ২০১৪-২০১৫	সংশোধিত, ২০১৪-২০১৫	বাজেট, ২০১৫-২০১৬
আদায়				
১। প্রারম্ভিক তহবিল	৪০৫.৩২	(-)৭.০০	(-)২২.৭৫	(-)৩.০০
২। রাজস্ব আদায়	৭২৮৮১.৭৯	১০৫৯৭৮.২০	৯৬৪৬৬.১১	১১৩১০০.২২
৩। ঋণখাতে আদায়				
(১) সরকারী ঋণ	৪৭২৭৩.৭৫	৫৮৫৬৯.৮৯	৫৯৬৩৬.৫১	৫৯৮২৫.৯৮
(২) ঋণ	১১৫৭.৮৩	৩০৮.৫১	৩৭৮.৫৭	৩৯৭.৪৯
৪। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	২৯৯৭০৫.৮৭	২৩০৭৬৬.৮৮	৩০৬৬৬৮.৭১	৩০৬৭৪০.৩২
মোট	**৪২১৪২৪.৫৬**	**৩৯৫৬১৬.৪৮**	**৪৬৩১২৭.১৫**	**৪৮০০৬১.০১**
ব্যয়				
৫। রাজস্বখাতে ব্যয়	৯১৭৯৭.২৭	১০৫৯৭৮.২০	১০৬৮২৭.৯৮	১১৩১০০.২২
৬। মূলধনখাতে ব্যয়	৬৯২৬.৯৪	১৫১২০.৬৭	১৩৩৭৫.০১	১৫৬২৭.৬১
৭। ঋণখাতে ব্যয়				
(১) সরকারী ঋণ	২৯১৪৩.৪৭	৩৫৪৩৭.২৬	৩৮৯২০.৮৭	৩৮৮৯৪.২১
(২) ঋণ	৬৬৩.৩১	৪৭৭.৩৯	৫২৩.৬০	৭৫১.৯৭
৮। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	২৯২৯১৬.৩২	২৩৮৬১১.৯৬	৩০৩৪৮২.৬৯	৩১১৬৯৪.০০
৯। সমাপ্তি তহবিল	(-)২২.৭৫	(-)৯.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০
মোট	**৪২১৪২৪.৫৬**	**৩৯৫৬১৬.৪৮**	**৪৬৩১২৭.১৫**	**৪৮০০৬১.০১**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৩-২০১৪	বাজেট, ২০১৪-২০১৫	সংশোধিত, ২০১৪-২০১৫	বাজেট, ২০১৫-২০১৬
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (-)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১৮৯১৫.৪৮	০.০০	(-)১০৩৬১.৮৭	০.০০
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৮৪৮৭.৪১	(-) ২.০০	১০৩৮১.৬২	(-)৪.০০
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)৪২৮.০৭	(-)২.০০	১৯.৭৫	(-)৪.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)২২.৭৫	(-)৯.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	..	..	..	..
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৮৯১৫.৪৮	০.০০	(-)১০৩৬১.৮৭	০.০০
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)২২.৭৫	(-)৯.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০